

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৬: মূলধন

প্রশ্ন ১ 'অ' দেশে অনেকগুলো তেলের বৃহৎ খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদেশি তেল উত্তোলনকারী কিছু কোম্পানি ঐ দেশের সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তেল উত্তোলন শুরু করে। এ কার্যক্রমে সরকারি তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানও যুক্ত হয়। এসব কাজে দেশি-বিদেশি প্রচুর লোক নিয়োজিত হওয়ায় মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। আবার ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। দেশে ব্যাংক বিমাসহ নানা রকম আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়। কিন্তু তেল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র সেভাবে বিকশিত না হওয়ায় ব্যাংকে অলস টাকা জমার পরিমাণ বাড়তে থাকে। অথচ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশীয় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে এমনটি হতো না।

(চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. 'চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়'— কারণ কী? ২
- গ. 'অ' দেশে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. 'অ' দেশের সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরের উপায় নিয়ে তোমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে, তাকে মূলধন বলে।

খ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়।

সাধারণত, সেসব মূলধন একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্যরূপ ধারণ করে, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদনক্ষেত্রে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয়। যেমন— ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ হলো মূলধন। এই মূলধন তথা বীজ দ্বারা ধান উৎপাদিত হলে তার কিছু অংশ আবার বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এজন্যই চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'অ' দেশে মূলধন গঠনে যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্ষেত্রগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলো নিচে চিহ্নিত করা হলো।

মূলধন গঠন বলতে মূলত অধিক পরিমাণে মূলধনীসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধি এর প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। যেমন— মানুষ তার অর্জিত আয়ের কিছু অংশ ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। আর এই সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হলেই মূলধন গঠিত হয়। তাই, যে দেশের সঞ্চয় গঠনের হার বেশি, সে দেশের মূলধন গঠনের হারও বেশি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'অ' দেশটিতে অনেকগুলো তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের দ্বারা মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশটিতে ব্যাংক-বিমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়েছে। যা মূলধন গঠনের ইতিবাচক দিক। কিন্তু, তেল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র বিকশিত না হওয়ায় ব্যাংকে তারল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হচ্ছে না তথা মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে।

ঘ উল্লিখিত 'অ' দেশের সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরের উপায় সম্পর্কিত আমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মূলত সঞ্চয় হলো মূলধন গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। যা 'অ' দেশ ইতোমধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন, এই সঞ্চিত অর্থ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদনক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলেই

মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে পারলে তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করবে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, 'অ' দেশটির মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকে নগদ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, সরকার দেশটিতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে পরিণত হবে। অর্থাৎ, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হলে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ আরও উন্নতি লাভ করবে।

আবার, 'অ' দেশটিতে ব্যাংক ঋণের ওপর সুদের হার কমানো হলে উদ্যোক্তারা বেশি ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হবে। এতে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা হলেও বিনিয়োগ বাড়বে। সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত উপায়গুলো গ্রহণ করে সঞ্চয়কে মূলধনে পরিণত করা যাবে।

প্রশ্ন ২ মি. 'খ' এর নিকট ৮০ লক্ষ টাকা আছে। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট কিনেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান ক্রয় করেন। দোকানে বিক্রয়ের জন্য ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী কিনেন। ১০ লক্ষ টাকায় গ্রামে একটি লিচু বাগান কিনেন এবং বাগানের চারাগাছ বাবদ আরো ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাকি টাকা মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ নিজের কাছে রেখে দেন।

(রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. মূলধনের সঙ্গে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'খ' এর স্থায়ী ও চলতি মূলধনের একটি সারণি তৈরি করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির কোনো সুযোগ আছে কি? মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

খ মূলধনের সাথে সঞ্চয়ের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে এবং সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে।

সাধারণত মূলধন গঠন সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তখন এই সঞ্চিত অর্থ নানাভাবে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। একইভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পেলে মূলধন গঠনও হ্রাস পায়। অর্থাৎ সঞ্চয়ের সাথে মূলধনের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে স্থায়ী মূলধন আর যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে।

নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে মি. 'খ' এর চলতি ও স্থায়ী মূলধনের একটি সারণি তৈরি করা হলো—

স্থায়ী মূলধন (টাকা)	চলতি মূলধন (টাকা)
১. প্লট — ৫০ লক্ষ	১. দ্রব্যসামগ্রী — ৫ লক্ষ
২. দোকান — ১০ লক্ষ	২. চারাগাছ — ১ লক্ষ
৩. লিচু বাগান — ১০ লক্ষ	৩. মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় — ৪ লক্ষ
মোট — ৭০ লক্ষ	মোট — ১০ লক্ষ

এখানে মজুরি ও অন্যান্য ব্যয়

$$= \{ ৮০ - (৫০ + ১০ + ১০ + ৫ + ১) \} \text{ লক্ষ টাকা}$$

$$= (৮০ - ৭৬) \text{ লক্ষ টাকা} = ৪ \text{ লক্ষ টাকা}$$

ঘ উদ্দীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি ব্যাংক ঋণ ও মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

সাধারণত মূলধন গঠন বা বৃদ্ধি নির্ভর করে আর্থিক সঞ্চয়, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সুদের হারের ওপর। কোনো দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। আবার, বিভিন্ন মেয়াদে আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ মূলধনী দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করার জন্য উক্ত আমানত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. 'খ' তার ব্যবসার জন্য চলতি মূলধনে ১০ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনে ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। যার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট ক্রয় করেছেন। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই প্লটটিতে বহুতল ভবন তৈরি করতে পারেন। তথা তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

আবার, মি. 'খ' তার দোকানে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে যে মুনাফা পাবেন, তার পুরোটাই খরচ না করে তা পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে 'A' দেশের মোট ১০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৬ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,০০০ কোটিতে দাঁড়ালো। উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। এদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা হলো মূলধনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন গঠনের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যেমন— স্বল্প আয়, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, অপরিপুষ্ট ব্যাংকিং কাঠামো, অশিক্ষা ইত্যাদি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

(রা. বো. '১৭' প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. মূলধন গঠন কী? ১
- খ. অনুরূপ দেশে মূলধন গঠনের হার কম কেন? ২
- গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদি।

খ অনুরূপ দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়ার কারণে মূলধন গঠন কম হয়।

সাধারণত অনুরূপ দেশে জনগণের আয় কম হয়। এর ফলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম ফলে মূলধন গঠনও কম। তাই বলা যায়, অনুরূপ দেশে জনগণের আয় কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হার কম।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (১৪,০০০—১০,০০০) বা ৪,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৪,০০০—১,৫০০) = ২,৫০০ কোটি টাকা।

ঘ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার 'A' দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা

সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'A' দেশটিতে অপরিপুষ্ট ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকে 'A' দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৪ সম্প্রতি রসুলগঞ্জ গ্রামে পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। গ্রামটি একেবারে ছোট নয়। গ্রামের অধিকাংশ লোক প্রান্তিক চাষি ও মৎস্যজীবী। উক্ত ব্যাংকের তরুণ কর্মীরা গ্রামবাসীদের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি, সঞ্চয়ের উপকারিতা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে বোঝাতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল উক্ত গ্রামের পুরুষ-মহিলারা তাদের স্বল্প সঞ্চয় ব্যাংকে জমাতে শুরু করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়ে যায়।

(রা. বো. '১৭' প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. নিম্নজ্ঞমান মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. 'মূলধন সঞ্চয় দ্বারা সৃষ্টি'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. কী কী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূলধন গঠিত হয় তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল এক জাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে নিম্নজ্ঞমান মূলধন বলে; যেমন— কাঠের লাঙল।

খ মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য রেখে দেয় তাই হলো সঞ্চয়।

সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করা হলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত তথা মূলধন সৃষ্টি হয়। সেজন্য মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো আবশ্যিক। সুতরাং বলা যায়, মূলধন সঞ্চয় দ্বারা সৃষ্টি।

গ মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ স্তরগুলো হলো: আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চয় সংগ্রহ ও আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর। বাংলাদেশে মূলধন গঠনের স্তরগুলোতে কিছু কিছু বাধা থাকায় মূলধন গঠনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের কতিপয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলো—

বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ গ্রামের জনগণ রসুলগঞ্জ গ্রামের জনগণের মতোই দরিদ্র। তাদের বেশির ভাগই প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন কৃষক এবং মৎস্যজীবী। এদের আয় খুব কম। এরকম স্বল্প আয় ও ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য দেশে সঞ্চয়ের হার খুব কম। তাছাড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকে টাকা রাখার অভ্যাস গড়ে ওঠে না। তাই সমাজের ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। সুতরাং স্বল্প আয়, অপ্রতুল সঞ্চয়, ব্যাংকিং সেবার অভাব মূলধন গঠনকে ব্যাহত করে।

রসুলগঞ্জ গ্রামের মতো বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির শাখা খুবই কম। তাই পল্লি অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা নেই।

মূলধন গঠনের এসব সমস্যার জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

ঘ কোনো দেশে মূলধন গঠন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

আর্থিক সঞ্চার সৃষ্টি হলো মূলধন গঠনের প্রথম স্তর। পুঁজিবাদী ও মিশ্র সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চার, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চার ও সরকারি সঞ্চার থেকে আর্থিক সঞ্চার সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চার সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চারই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি পর্যায়ের সঞ্চার নির্ভর করে তার সঞ্চারের সামর্থ্য ও সঞ্চারের ইচ্ছার ওপর। মূলত আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চারের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয় বেশি হলে সঞ্চার বেশি হয়। সঞ্চারের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চারের ইচ্ছা থাকলেই কেবল সঞ্চার বাড়ে এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। সঞ্চারের ইচ্ছা আবার বেশ কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হলো: দূরদৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ থেকে অধিক সঞ্চার সৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভ, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি। সঞ্চার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনে এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে মর্যাদা লাভের আশায় অনেকে সঞ্চার করে। পরিবারের প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তিরা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে সঞ্চার বৃদ্ধির চেষ্টা করে। উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়, গ্রামের পল্লি সঞ্চার ব্যাংকের তরুণ কর্মীরা রসুলগঞ্জ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারের ইচ্ছা বাড়ানোর জন্য এসব বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দেশে সঞ্চার সৃষ্টি হলেই মূলধন গঠিত হয় না; যতক্ষণ না তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিনিয়োগের জন্য যোগান দেওয়া হয়। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর দরকার। এ জন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুনয়াদ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন ৫ মি. Y তার সঞ্চিত ২০০ কোটি টাকা ও ব্যাংক ঋণের ৩০০ কোটি টাকায় একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি ১০ কোটি টাকায় কেনা জমির ওপর ৫০ কোটি টাকার ভবন নির্মাণ করেছেন। কারখানার জন্য ৩৫০ কোটি টাকার ভারি যন্ত্রপাতি, ২০ কোটি টাকার যানবাহন, যানবাহনের জন্য জ্বালানি ২ কোটি টাকা এবং কাপড় বাবদ ৬০ কোটি টাকা খরচ করলেন। তিনি দেখলেন তার কারখানায় ক্ষমতার মাত্র ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরও ১০০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

(চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. মূলধনের গতিশীলতা কাকে বলে? ১
- খ. সঞ্চারের সামর্থ্যের ওপর মূলধন গঠন নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মি. Y তার কারখানার জন্য আরও ঋণ নিয়ে মূলধন বৃদ্ধি করবেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধনসামগ্রী একস্থানে হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের গতিশীলতা বলে।

খ সঞ্চারের সামর্থ্যের ওপর মূলধন গঠনের হার নির্ভর করে। তবে এ সঞ্চারের সামর্থ্য মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বেশি হলে সঞ্চারের সামর্থ্য বেশি হয় এবং আয় কম হলে সঞ্চারের সামর্থ্য কম হয়। মানুষের জীবনধারণের ব্যয়ভার বহন করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তাই সঞ্চার। ফলে যে দেশে আয় বেশি সে দেশে সঞ্চারের পরিমাণ বেশি। এ কারণে এসব দেশে মূলধন গঠনের হারও বেশি। সুতরাং মানুষের সঞ্চারের সামর্থ্যই হলো মূলধন গঠনের প্রধান উৎস।

গ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. Y তার সঞ্চিত অর্থ ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেছেন। এ কাজে তিনি স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ অনেক টাকা ব্যয় করেছেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহৃত হয় এবং তারপর নষ্ট হয়ে যায় বা তার রূপগত বা আকারগত পরিবর্তন ঘটে তাই হলো চলতি মূলধন। সে হিসেবে মি. Y এর কারখানায় চলতি মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

মি. Y এর সঞ্চিত টাকা	২০০ কোটি টাকা
ব্যাংক ঋণ	৩০০ কোটি টাকা
জ্বালানি	২ কোটি টাকা
কাপড়	৬০ কোটি টাকা

মোট = ৫৬২ কোটি টাকা

স্থায়ী মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয় তাই হলো স্থায়ী মূলধন। সে হিসেবে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো নিম্নরূপ:

জমি ক্রয়	১০ কোটি টাকা
ভবন নির্মাণ	৫০ কোটি টাকা
ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩৫০ কোটি টাকা
যানবাহন	২০ কোটি টাকা

মোট = ৪৩০ কোটি টাকা

সুতরাং মি. Y এর চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো ৫৬২ কোটি এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ৪৩০ কোটি টাকা।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. Y তার কারখানার জন্য এ যাবৎ চলতি ও স্থায়ী মূলধন বাবদ ৯৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এ বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করেও তিনি সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, কারখানাটি তার উৎপাদন ক্ষমতার পুরোটাই ব্যবহার করতে পারে না।

মি. Y দেখলেন তার কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে; বাকি ৩০% উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃতই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে, এবং কারখানার অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচের সুবিধা ঠিকমতো ভোগ করা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় তেমন কমছে না এবং মুনাফাও বাড়ছে না।

স্থির উপকরণের সাথে পরিবর্তনীয় উপকরণের সার্বিক সমন্বয়ের অভাবে উৎপাদন কম হয় ও গড় খরচ তেমন কমে না। এ অবস্থায় পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আর পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য অধিক চলতি মূলধন প্রয়োজন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কারখানার পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ বিনিয়োগের জন্য মি. Y আরো ১০০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার চলতি মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৬ মি. হুমায়ুন কবির আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপনে ৫০,০০,০০০ টাকার জমি ক্রয়, ১ লক্ষ টাকার পরিবেশবান্ধব বর্জ্য প্লাস্ট স্থাপন, ৫,০০০ টাকার আইসক্রিমের কাঠি ও বাক্স, ২ লক্ষ টাকার চিনি, দুধ ও রাসায়নিক উপাদান, ৩৫,০০০ টাকা শ্রমিকের বেতন, ১ লক্ষ টাকা কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়ার জন্য বিনিয়োগ করলেন। কিন্তু বছরের সবসময় এ ব্যবসা ভালো থাকে না। সম্প্রতি তিনি কুয়াকাটা বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেন এবং পূর্বে বিনিয়োগিত মূলধনের আংশিক স্থানান্তর করে পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেল চালু করেন। বছরের সবসময় দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক সেখানে প্রায় ভরপুর থাকে। দিন দিন সেখানে আরও পর্যটক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮)

- ক. মূলধন গঠন কী? ১
- খ. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. হুমায়ুন কবিরের বিনিয়োগকৃত মূলধনের শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. মি. হুমায়ুন কবিরের মূলধন কুয়াকাটায় স্থানান্তরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।

■ **সুন্দর হইবে** হই তবে জনগণ বর্তমান ভোগ থেকে বিরত হইবে সঙ্কট হইবে হই, যা মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

■ **সুন্দর হইবে** মূলধন গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। কোনো দেশে সঙ্কট হইবে সেখানে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। আবার সঙ্কট নির্ভর করে সুদের হারের ওপর। সুদের হার বেশি হলে মানুষের মধ্যে সঙ্কট প্রবণতা বাড়ে, অর্থাৎ অধিক সুদের হার মানুষকে অধিক সঙ্কটে উদ্বুদ্ধ করে যা মূলধন গঠনে সহায়ক। সুদের হার এভাবে সঙ্কট বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

■ **গ** মি. হুমায়ুন কবির আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যবহার করেন। নিচে তার মূলধনের শ্রেণিবিভাগ করা হলো:

১. নিমজ্জমান মূলধন: যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে। মি. হুমায়ুন কবিরের কেনা পরিবেশবান্ধব বর্জ্য প্লাস্টিক হলো এ জাতীয় মূলধন। এটি কেবল বর্জ্য পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণেরই কাজে লাগে।

২. চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলে। মি. হুমায়ুন কবিরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আইসক্রিমের কাঠি ও বাস্ক, চিনি, দুধ, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি হলো চলতি মূলধন। তাছাড়া শ্রমিকদের বেতন ও বাড়ি ভাড়া বাবদ বিনিয়োগিত অর্থও চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সুতরাং, মি. হুমায়ুন কবিরের বিনিয়োগকৃত মূলধন নিমজ্জমান ও চলতি মূলধনের অন্তর্গত।

■ **ঘ** মি. হুমায়ুন কবির তার মূলধনের একাংশ কুয়াকাটায় স্থানান্তর করে সেখানে তার একটি পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেলের কাজে বিনিয়োগ করেছেন। মূলধনের গতিশীলতার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। মি. হুমায়ুন কবিরের কুয়াকাটায় মূলধনের স্থানান্তরের দরুন ভবিষ্যতে সেখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মি. হুমায়ুন কবিরের কুয়াকাটায় মূলধন স্থানান্তরের ফলে ভবিষ্যতে সেখানে বিদেশি পর্যটকদের আগমন ঘটবে যা দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মূলধনী দ্রব্যের ব্যবহার ঘটবে; ফলে এ খাতদ্বয়ের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলন, সকল অঞ্চলের সুসম উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে। মূলধন গতিশীল হলে তা এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। দেশের সর্বত্র মূলধন গতিশীল হলে সকল খাতের মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে।

মূলধনের গতিশীলতা মূলধনকে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে আঞ্চলিক ধনবৈষম্য হ্রাসে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রক্রিয়া, বৈদেশিক বিনিময় হার, উন্নত প্রযুক্তির স্থানান্তর ও অনুৎপাদিত দ্রব্য আমদানি ইত্যাদির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মূলধনের গতিশীলতার মাধ্যমে সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, মি. হুমায়ুন কবিরের মূলধন কুয়াকাটায় স্থানান্তরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিণীম।

■ **প্রশ্ন ৭** মি. করিম একটি নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির মালিক। ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো, সঙ্কটের ওপর কর হার হ্রাস, কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ও অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

(সি. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ৭)

- ক. স্থায়ী মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. মূলধন কেন একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান? ২
- গ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৩,০০০ টাকা হলে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূলধন বৃদ্ধির জন্য কীরূপ ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

■ **ক** যেসব মূলধন জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং উৎপাদন কাজে বার বার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে।

■ **খ** মূলধন হলো মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে; তবে উৎপাদনে এ সাহায্য করার কাজটি মূলধন নিজে করতে পারে না।

মূলধন মনুষ্য-সৃষ্ট হওয়ায় মানুষের সহযোগিতায় তা উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া সংগঠকের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মূলধনের নিজস্ব কোনো কার্যক্ষমতা নেই। এজন্য মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

■ **গ** উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারিতে মি. করিমের নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৬ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ	১,০০,০০০ টাকা
(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%)	১০,০০০ টাকা
	১,১০,০০০ টাকা

প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ	১,১০,০০০ টাকা
(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%)	১১,০০০ টাকা
	১,২১,০০০ টাকা

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

	১,২১,০০০ টাকা
মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়	(-) ৩,০০০ টাকা
	১,১৮,০০০ টাকা

∴ ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে মি. করিমের নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ হলো—

$$১,১৮,০০০ \text{ টাকা} - ১,০০,০০০ \text{ টাকা} = ১৮,০০০ \text{ টাকা}$$

■ **ঘ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল মূলধন ও তার দ্রুত বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তাই সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার-গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সঙ্কট বৃদ্ধি আবশ্যিক। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে সঙ্কট করতে উদ্বুদ্ধ করে বলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সঙ্কটমুখী করে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। দেশে বর্তমানে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ-মমতা বৃদ্ধি, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি গুণাবলির উন্মেষ ঘটবে। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ে ব্যাংকিং সুবিধা শিক্ষার্থীদের সঙ্কটীয় হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উচ্চ করহার সঙ্কট বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। তাই দেশে সঙ্কট বৃদ্ধির জন্য আয়করের হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম রেখেছে। অন্যান্য কর ও শুল্কহারও তুলানামূলকভাবে কম। তাই এ অবস্থা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সরকার দেশে কলকারখানা স্থাপন, সেবা খাতের সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে মূলধনের যোগান বৃদ্ধির জন্য তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্ররোচিত করেছে। তাদেরকে সরকারের কৃষিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে। আশা করা যায়, এসবের ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমান সরকার দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশে মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ৮ কামাল সাহেব স্বল্প পুঁজি নিয়ে ঢাকা শহরে একটি পোল্ট্রি শিল্প স্থাপন করে। উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে লাভ করতে পারছিলেন না। এমনভাবে স্থায়ী তিনি কাঁচামাল ও শ্রমের সহজলভ্যতার কারণে শহর ছেড়ে গ্রামে পোল্ট্রি শিল্প স্থানান্তর করেন। এতে গ্রামের কিছু বেকার লোকেরও কর্মসংস্থান হয় এবং তিনিও লাভবান হন। /ঘ.বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭/

- ক. মূলধন কী? ১
খ. সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে? ২
গ. কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কামাল সাহেবের শহরেও পোল্ট্রি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে কি? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে উপাদানটি পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

খ সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে, আর সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে, এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও হ্রাস পায়। সুতরাং সঞ্চয়ের সাথে মূলধন গঠনের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

গ কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ হলো সস্তা শ্রম ও উপকরণের সহজলভ্যতা।

দেশের সীমানার মধ্যে মূলধন একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করাকে মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে। মূলধনের গতিশীলতার পেছনে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণের সহজলভ্যতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো অঞ্চলে সস্তা শ্রম পাওয়া যায় বলে বিনিয়োগকারীরা উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সেখানে মূলধন স্থানান্তর করে। আবার কোনো এলাকায় যদি কোনো শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্য হয় তাহলেও বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন স্থানান্তরে উৎসাহিত হয়।

উদ্বীপকের কামাল সাহেবের পোল্ট্রি শিল্প শহরে হওয়ায় এর উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। তাই তিনি তার পোল্ট্রি শিল্প গ্রামে স্থানান্তর করেন। গ্রামে তিনি সহজে ও কম মজুরিতে অনেক শ্রমিক পান। আবার পোল্ট্রি ফার্মের জন্য অনেক পানি ও আলো-বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা তিনি গ্রামে অনেক কম খরচে প্রাকৃতিকভাবে পেয়ে থাকেন। এর ফলে কামাল সাহেবের পোল্ট্রি শিল্পে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। মূলত এসব কারণেই কামাল সাহেব গ্রামে শিল্প স্থানান্তর করে লাভবান হন।

ঘ কামাল সাহেবের শহরেও পোল্ট্রি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে, তবে তা বেশ কষ্টকর।

কামাল সাহেবের গ্রামে পোল্ট্রি শিল্প স্থানান্তরের মূল কারণ ছিল উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া। গ্রামে তিনি কম খরচে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণগুলো পেয়েছেন বলে লাভবান হয়েছেন। তবে শহরেও শ্রম ও উপকরণগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি লাভবান হতে পারতেন।

শহরে লাভবান হওয়ার জন্য কামাল সাহেব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এজন্য প্রথমেই তার পোল্ট্রি শিল্পটি খোলামেলা জায়গায় স্থাপন করা উচিত যাতে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তিনি গ্রাম থেকে (যেখানে শ্রমের সহজলভ্যতা রয়েছে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক তার পোল্ট্রি শিল্পে স্থানান্তর করতে পারেন। এতে তার উৎপাদন খরচ কম হবে। এভাবে তিনি শহরেও লাভবান হতে পারবেন।

যদিও কামাল সাহেব উল্লিখিত পন্থায় শহরেও লাভবান হতে পারেন, তবে শহরে খোলামেলা জায়গায় পোল্ট্রি শিল্প স্থাপন করা এবং শ্রমের অবাধ ব্যবহার ও সস্তা শ্রমের সংস্থান করা বেশ কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার।

প্রশ্ন ৯ মিসেস 'Y' একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'বাঁচতে দাও' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৫ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন।

/ঘ.বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭/

- ক. নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মূলধনের গতিশীলতা কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২
গ. কীভাবে মূলধন গঠিত হয়? ৩
ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে বল। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে।

খ মূলধনের গতিশীলতা বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো বিশেষ অঞ্চলে সস্তা শ্রম পাওয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন নিয়ে যায়। একটি দেশের বা বিশেষ অঞ্চলে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত থাকে তাহলে ওই অঞ্চলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে বলে সেখানে মূলধন স্থানান্তরিত হয়।

গ মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত, যথা— ১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি ২. সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান এবং ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি: পুঁজিবাদী ও মিশ্র পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। মূলত ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ভোগ ব্যয়ের ওপর সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। ভোগ ব্যয় স্থির থেকে ব্যক্তি বা পরিবারের আয় যত বাড়ে, তার সঞ্চয়ের পরিমাণও তত বেশি হয়। সঞ্চয়ের সামর্থ্যের পাশাপাশি সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলে তবেই সঞ্চয় বাড়ে।

২. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যবহার: মূলধন গঠনের জন্য দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি ইত্যাদির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

৩. বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা: মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের রূপান্তর করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুনியাদ গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত প্রক্রিয়ায় একটি দেশে মূলধন গঠিত হয়।

ঘ দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি।

সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো পূরণ করলে তবেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পান অন্যথায় নয়। ঋণের শর্তাদি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী ও সাহসী হন, তাহলে ঋণভাবে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যায় না বরং তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলতেই থাকে ও মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। উদ্বীপকে 'Y' এর ক্ষেত্রেও এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা 'Y' তার ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'বাঁচতে দাও' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়, 'Y' এর প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়েছে। এটি তার নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রার্থিত ঋণ নাও পেতেন তাহলেও তার সম্পদের যে মূল্য দাঁড়িয়েছে ও তার ভেতরে একজন সফল উদ্যোক্তার যে গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে

তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন। এমনটি আশা করা উচ্চাভিলাষ নয়।

সুতরাং বলা যায়, দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y'-কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

প্রশ্ন ১০ 'সোনার বাংলা' সিমেন্ট ফ্যাক্টরি মেঘনা ঘাটে অবস্থিত একটি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা। উক্ত কারখানায় স্থায়ী মূলধন নিয়োগ করা হয় ৫০০ কোটি টাকা, কাঁচামাল ক্রয়ে নিয়োগ করে ২০০ কোটি টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২ কোটি টাকা ব্যয় করে উৎপাদন শুরু করার পরও দশ বছরে প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্যভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে নি। পরবর্তীতে খালিদ জানতে পারেন যে, রাজশাহীতে আমের জুসের কাঁচামাল সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্পব্যয়ী হওয়ায় যখন সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে সেখানে 'মেধা' জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে 'মেধা' জুস দেশের বাইরেও সুনামের সাথে রপ্তানি হচ্ছে।

(রা. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ৬/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. করের মাধ্যমে মূলধনের যোগান কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বিভিন্ন প্রকার মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

খ. কোনো দেশে করের দ্বারা মূলধনের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়। করের হার বাড়লে সঞ্চয় কমে যায় যা মূলধন গঠন বিঘ্নিত করে। ফলে মূলধনের যোগান কমে যায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর করের হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ করলে বিদ্যমান মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধনের সংযোজন তথা বিনিয়োগ কমে যায়। ফলে মূলধন গঠনের হারও কমে। এজন্য মূলধনের যোগানও কমে যায়। সুতরাং বলা যায়, করের মাধ্যমে মূলধনের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়।

গ. উদ্দীপকে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যেসব মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে স্থায়ী মূলধন বলে। এ মূলধন একবার ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায় না, এগুলো বার বার ব্যবহার করা যায়। যেমন— ভারি যন্ত্রপাতি, কারখানাদ্বর, গুদামঘর ইত্যাদি। আবার, যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে এর রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমন— কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল। এক্ষেত্রে সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত পাথর, চুনাপাথর, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি হলো তার চলতি মূলধন।

'সোনার বাংলা' সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে। এ ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ৫০০ কোটি টাকা। তাছাড়া ফ্যাক্টরিতে চলতি মূলধন রয়েছে ২০০ কোটি টাকা। আবার কারখানায় শ্রমিকদেরকে যে মজুরি প্রদান করা হয় তাও চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে এ কাজে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সুতরাং, সিমেন্ট কারখানাটিতে মোট স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৫০০ ও ২০২ কোটি টাকা।

ঘ. উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, মেঘনা ঘাটে স্থাপিত সোনার বাংলা সিমেন্ট কারখানার উদ্যোক্তা খালিদ দীর্ঘ দশ বছরেও উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হননি। নতুন উদ্যোগ গ্রহণের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি রাজশাহীর সহজলভ্য আমের কথা জানতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি তার মেঘনা ঘাটের সিমেন্ট কারখানাটি বন্ধ করে সেখানে 'মেধা' নামে আমের জুসের একটি কারখানা স্থাপন করেন। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মূলধনের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, মেঘনা ঘাটের সিমেন্ট কারখানাটির স্থলে আমের জুসের কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে মূলধনের এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ধরনের ব্যবহারের বিষয় লক্ষ করা যায়। কারখানাটির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় তার অনেকগুলো হাল্কা ও ভারি যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, ট্রাক, মাইক্রোবাস ইত্যাদি সিমেন্ট উৎপাদনের কাজ থেকে আমের জুস উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সিমেন্ট কারখানাটির কারখানাদ্বর, গুদামঘর, টিন, লোহার বার, আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ইত্যাদিও জুসের কারখানায় লাগানো হয়েছে। এসব মূলধনসামগ্রীর এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা তার সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে বিভিন্ন মূলধনসামগ্রী জুস কারখানায় লাগিয়েছেন। তাছাড়া কারখানাটির যেসব যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি জুস কারখানায় ব্যবহার করা যায়নি সেগুলো তিনি বিক্রি করেছেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থও তিনি জুস কারখানায় বিনিয়োগ করেছেন। এসবের মাধ্যমে মূলধনের শিল্পগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, খালিদ সাহেবের সিমেন্ট কারখানার স্থলে আমের জুসের কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে মূলধনের ব্যবহার ও শিল্পগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ১১ আবুল কালাম একজন ব্যবসায়ী। হরিদেবপুর বাজারে তার একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে, যাতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা। এক বছর ব্যবসা পরিচালনার পর হিসাব করে দেখেন তার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। পরবর্তী ছয় মাসে তিনি ৭০ হাজার টাকা মুনাফা লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করবেন। তাছাড়া তার ২ লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত (FD) করা রয়েছে।

(দি. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ৬/

- ক. অর্থনীতিতে মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. সঞ্চয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ৩
- ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও আবুল কালামের পক্ষে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে উপাদান মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।

খ. সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।

মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

গ. উদ্দীপকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতিরিক্ত মুনাফার প্রত্যাশায় মূলধন স্থানান্তর করলে তাকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা বলে। মূলধনের এরূপ গতিশীলতাকে ভৌগোলিক গতিশীলতাও বলা হয়। তাছাড়া মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা ঋণের সুবিধা ও সুদের হারের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে।

উদ্দীপকের আবুল কালাম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তার হরিদেবপুরে একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে শহরে তার দোকানটি স্থানান্তর করবেন এবং তিনি মনে করেন এতে তার মুনাফা পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, গ্রাম থেকে শহরে দোকানটি স্থানান্তর করায় এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।

ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও আবুল কালামের পক্ষে তার যে সম্পদ আছে তা দিয়েই দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

আবুল-কালাম তার সঞ্চিত ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে হরিদেবপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দেন। এক বছর পরই তার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হয়। পরবর্তী ৬ মাসে তিনি আরও ৭০ হাজার টাকার মুনাফা লাভ করেন এতে তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, এছাড়া তার ২ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করবেন। এখন যদি তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ না পান তাও দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ, তার হাতে মূলধন রয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তাছাড়া তার কাছে যে ২ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে প্রয়োজনে তিনি তা ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও গ্রামের দোকানের জমি লিজ দিয়েও তিনি কিছু টাকা পেতে পারেন। তাছাড়া গ্রামে ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এখন তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রয়োজনে তিনি তার আশপাশের ব্যবসায়ীদের থেকেও ধার নিতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাংক ঋণ না পেলেও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে আবুল কালামের পক্ষে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১২ করিম সাহেব একটি সুতা কারখানার মালিক। ৫,০০,০০০ টাকার প্রাথমিক মূলধন নিয়ে উৎপাদন শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতির মেরামত বাবদ ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুদের হার হ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় করিম সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

/ক. বো. '১৬/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. দক্ষ মানবসম্পদ কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. করিম সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের পদক্ষেপসমূহ করিম সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

খ. দক্ষ মানবসম্পদকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগিয়ে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

একটি বাড়ি অফিস না কারখানা ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবস্থাপকই বলতে পারেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পারদর্শী প্রকৌশলীরাই জানেন, বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুৎ কীভাবে এবং কতটা ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। মূলধনসামগ্রী একশিল্প থেকে অন্যশিল্পে, এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে লাগানোর ক্ষেত্রে কেবল দক্ষ উদ্যোক্তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এজন্য বলা হয়, মানবসম্পদ দক্ষ হলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গ. উদ্দীপকের আলোকে করিম সাহেবের নিট মূলধন পরিমাপ করা যায়। করিম সাহেব একটি সুতার কারখানার মালিক। ব্যবসায়টি আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি একটি কারখানা ঘর ও গুদামঘর নির্মাণ করেছেন। সুতা উৎপাদনের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের হাল্কা ও ভারি যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এসব ক্রয়ের জন্য তিনি এ যাবৎ ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। আবার কাঁচামাল বাবদ এখন পর্যন্ত ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। করিম সাহেব কারখানা শুরু করার সময় যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন, এতদিন ব্যবহারের দরুন তার ক্ষয় ঘটেছে। এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য

তার ব্যয় হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে নিচে করিম সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হলো:

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ

$$= (৫,০০,০০০ + ৪০,০০০) \text{ টাকা}$$

$$= ৫,৪০,০০০ \text{ টাকা।}$$

$$\therefore \text{ নিট মূলধনের পরিমাণ} = (৫,৪০,০০০ - ৫০,০০০) \text{ টাকা}$$

$$= ৪,৯০,০০০ \text{ টাকা।}$$

ঘ. করিম সাহেব বহু বছর ধরেই তার সুতার কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। এখন দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। তাই বলা যায়, সুতার কাঁচামালের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি করিম সাহেবের সুতা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে অধিক সুতা উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুরূপ অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। করিম সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে করিম সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ১৩ মি. রায়হান 'মুন এ্যাপারেলস' নামক একটি নিটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ২০ কোটি টাকা দিয়ে তিনি একটি চার তলা বাড়ি ও ৭০০টি অত্যাধুনিক সেলাই মেশিন কিনেন। এছাড়াও তার ৫ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে। ব্যাংক থেকে তিনি ৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে ৫ কোটি টাকার কাপড়, ১ কোটি টাকার সুতা, ১ কোটি টাকার বোতাম ক্রয় করলেন। আর শ্রমিকদের বেতন বাবদ খরচ করলেন ১ কোটি টাকা। তার নতুনভাবে কোনো ঋণ পাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি মনে করেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়তে পারলে উৎপাদন ও মুনাফা উভয়ই বাড়বে।

/ক. বো. '১৬/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. ভাসমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. পেট্রোলকে কেন চলতি মূলধন বলা হয়? ২
- গ. মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. মি. রায়হান কীভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়তে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিংবা বিভিন্নভাবে কাজে লাগে তাকে ভাসমান মূলধন বলে।

খ. যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে সেসব মূলধনকে চলতি মূলধন বলে। পেট্রোল সাধারণত কোনো কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার তা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হলে অন্যরূপ ধারণ করে অর্থাৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য পেট্রোলকে চলতি মূলধন বলে।

উদ্দীপকের আলোকে মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে সেসবই হলো চলতি মূলধন। এ হিসেবে মি. রায়হানের চলতি মূলধনের হিসাব করতে হলে তার ব্যবহৃত মূলধনের স্বরূপ জানা প্রয়োজন।

মি. রায়হান ২০ কোটি টাকা দিয়ে একটি চার তলা বাড়ি ও ৭০০টি অত্যাধুনিক সেলাই মেশিন কিনেছেন। বাড়ি ও সেলাই মেশিন বার বার ব্যবহৃত হয়; একবার ব্যবহৃত হলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় না। এজন্য তা চলতি মূলধনের অন্তর্গত নয়।

মি. রায়হান ব্যাংক হতে নেওয়া ৮ কোটি টাকার ঋণ থেকে ৫ কোটি টাকার কাপড় ক্রয় করেন। এটি পোশাকে রূপান্তরিত হয় বলে তা চলতি মূলধন হিসেবে গণ্য হয়। আবার ১ কোটি টাকার সুতা কাপড়ে পরিণত হয়। এটিও চলতি মূলধন। তাছাড়া তিনি শ্রমিকদের বেতন বাবদ ১ কোটি টাকা ব্যয় করেন, যা নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। আবার মি. রায়হান ঋণের অবশিষ্ট টাকা বোতাম ক্রয়ে ব্যয় করেন। পোশাকের সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হওয়ায় তার রূপান্তর ঘটে। এজন্য এটিও চলতি মূলধন হিসেবে বিবেচ্য।

সুতরাং, মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ = (৫ কোটি + ১ কোটি + ১ কোটি + ১ কোটি) = ৮ কোটি টাকা।

উদ্দীপকটি পড়ে 'মুন এ্যাপারেলস' এর স্বত্বাধিকারী মি. রায়হানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। জানা যায়, ইতোমধ্যে তিনি তার সঞ্চয় ও গৃহীত ব্যাংক ঋণের পুরোটাই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন ও পরিচালনার কাজে ব্যয় করে ফেলেছেন। এখন কোনো স্থান থেকে ঋণ পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় একমাত্র ভরসা হলো তার ৫ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র যা তিনি এখনও কাজে লাগাননি। এক্ষেত্রে তাই তাকে মূলধন বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের জন্য বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে। নিচে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো:

প্রথমত, উৎপাদন কাজের সুবিধার জন্য তিনি কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতেই বাড়তি স্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বাড়িটির কয়েকটি ঘর গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি তার কারখানায় শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতে কাজের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তিনি সেখানকার নালা-নর্দমার সংস্কার, প্রাচীর নির্মাণ, বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন ইত্যাদি করতে পারেন। বাড়িটি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তা মেরামত ও রং করতে পারেন। তখন ভবিষ্যতে এটি অধিক উৎপাদনে এসব সহায়ক হবে।

চতুর্থত, তিনি বাজারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন। এ পদক্ষেপ বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

পঞ্চমত, মালামাল পরিবহনের জন্য তিনি কিস্তিতে একটি ট্রাক ক্রয় করতে পারেন। এর ফলে তার পরিবহন ব্যয় কমবে।

এভাবে মি. রায়হান মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াতে পারেন।

প্রশ্ন ১৪ পঞ্চগড় জেলার দাইমুল সাহেবের চাকরির পাশাপাশি একটি পারিবারিক প্রকাশনা ব্যবসা আছে। সন্তোষজনক বেতন না পাওয়ায় তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৫০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পারিবারিক ব্যয়ের জন্য রাখেন। ১০ লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৫ লক্ষ টাকায় ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। ১২ লক্ষ টাকায় ঐ দোকানে বিক্রয়ের জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনেন। অবশিষ্ট টাকায় একটি লিচু বাগান ক্রয় করেন। প্রকাশনা ব্যবসা লাভজনক না হওয়ায় এ ব্যবসা ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে উক্ত টাকায় ভাড়ার উদ্দেশ্যে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন, যেটি বগুড়ায় দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে চলে।

চ. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ৯/

গ. দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে? বিশ্লেষণ করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

খ খনির প্রাকৃতিক গ্যাস মূলধন নয়।

কারণ মূলধন হলো মানবসৃষ্ট সম্পদ অথচ প্রাকৃতিক গ্যাস হলো প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনিই উৎপাদিত হয়। এজন্য এর উৎপাদন খরচ নেই। মূলধন সমজাতীয় নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস সমজাতীয়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে খনির প্রাকৃতিক গ্যাসকে মূলধন বলে গণ্য করা যায় না।

গ উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, দাইমুল সাহেবের যে সম্পদ আছে তার সবগুলোই এক ধরনের নয়। তার কিছু সম্পদকে চলতি মূলধন ও কিছু সম্পদকে স্থায়ী মূলধন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দাইমুল সাহেব চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অবসর গ্রহণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার কিছু তিনি অস্থায়ী মূলধন ও কিছু স্থায়ী মূলধনের জন্য ব্যয় করেন। তিনি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। এটি একটি স্থায়ী মূলধন, যা হঠাৎ করে নষ্ট বা নিঃশেষ হওয়ার নয়। কাজেই দোকান ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগিত ১৫ লক্ষ টাকা হলো তার স্থায়ী মূলধনের একটি অংশ।

আবার পেনশনের ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি তার দোকানে বিক্রির জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য ক্রয় করেন। এ পণ্যও স্বল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায় না। বাস্তবে কোনো কোনো ইলেকট্রনিক্স পণ্য বহু বছর ধরে টিকে থাকে। এ অবস্থায় দাইমুল সাহেবের কেনা ইলেকট্রনিক্স পণ্যকে স্থায়ী মূলধন হিসেবে গণ্য করা চলে।

এসব ছাড়াও প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি করে প্রাপ্ত ৪ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসায়ের কাজের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। এটিও স্থায়ী মূলধন।

সুতরাং বলা যায়, দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো (১৫ লক্ষ + ১২ লক্ষ + ০৪ লক্ষ) = ৩১ লক্ষ টাকা।

ঘ দাইমুল সাহেব চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কর্মক্ষম থাকতে চান। এ জন্য তিনি অবসর সুবিধা ও প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত টাকার বেশির ভাগ বিভিন্ন উৎপাদনক্ষম কাজে বিনিয়োগ করেছেন। এর ফলে তার অর্থ মূলধনের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত, দাইমুল সাহেব তার টাকা বাড়িতে বা ব্যাংকে অলসভাবে ফেলে না রেখে শহরে এনে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। এর মাধ্যমে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দাইমুল সাহেব তার টাকা দিয়ে ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান কিনেছেন। তাছাড়া তিনি তার টাকা দিয়ে দোকানে বিক্রির জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্যও ক্রয় করেছেন। এ দুই ক্ষেত্রেই মূলধনের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, তার ইলেকট্রনিক্স দোকানটি ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রির কাজে না লাগিয়ে অন্য পণ্যও বিক্রির কাজে কিংবা গোড়াউন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এসবই হলো মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতার উৎস।

তৃতীয়ত, দাইমুল সাহেব প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেছেন। এতে প্রকাশনা শিল্প থেকে পরিবহন শিল্পে অর্থ মূলধনের স্থানান্তর ঘটেছে। এক্ষেত্রে তাই মূলধনের শিল্পগত গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে।

সুতরাং দেখা যায়, দাইমুল সাহেব তার মূলধন উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করেছেন। এ বিনিয়োগের ধরন পর্যালোচনা করে বলা যায়, এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত, ব্যবহারগত ও শিল্পগত গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে।

- ক. মূলধন কী? ১
খ. খনির প্রাকৃতিক গ্যাস কেন মূলধন নয়? ২

প্রশ্ন ১৫ সফিক সাহেব একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। তিনি প্রাথমিক মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা নিয়ে উৎপাদন কাজ শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ১,০০,০০০ টাকা এবং অবচয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুতা আমদানির ওপর শুল্ক হ্রাস, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সফিক সাহেব তাঁর মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হলেন।

(সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. চলতি মূলধন কী? ১
- খ. শক্তি সম্পদের পর্যাণ্ডতা কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সফিক সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগসমূহ সফিক সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন উৎপাদনকাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে।

খ শক্তি সম্পদের পর্যাণ্ডতা মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, নদীস্রোত, সূর্যকিরণ ইত্যাদি হলো কোনো দেশের শক্তি সম্পদ। দেশে এসব সম্পদ অধিক হলে তা মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যেমন- কয়লা ও বিদ্যুৎ শক্তি পর্যাণ্ড হলে কম খরচে রেলযোগে ভারি মূলধনী যন্ত্রপাতি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। নদীস্রোত দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ পর্যাণ্ড হলে সংশ্লিষ্ট নদীর তীরাজ্জলে শিল্প গড়ে ওঠার মাধ্যমে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস পর্যাণ্ড হলে তা বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

গ সফিক সাহেব একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। কারখানাটি করতে গিয়ে তিনি একটি কারখানাঘর ও গুদামঘর নির্মাণ করেছেন। পোশাক তৈরির জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের হালকা ও ভারি যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এসব ক্রয়ের জন্য এ যাবৎ ১০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। পোশাক তৈরির জন্য তিনি সুতা, বোতাম, বকরম ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এসব কাঁচামাল বাবদ এখন পর্যন্ত তিনি ১,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন সফিক সফিক সাহেব কারখানা শুরু করার সময় যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন, এতদিন ব্যবহারের দরুন তার ক্ষয় ঘটেছে। এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য তার ব্যয় হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে নিম্নে সফিক সাহেবের মোট ও নিট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

$$\text{মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ} = (১০,০০,০০০ + ১,০০,০০০) \text{ টাকা} \\ = ১১,০০,০০০ \text{ টাকা।}$$

$$\therefore \text{নিট মূলধনের পরিমাণ} = (১১,০০,০০০ - ৫০,০০০) \text{ টাকা} \\ = ১০,৫০,০০০ \text{ টাকা।}$$

ঘ সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সফিক সাহেবও তার মূলধন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রথমত, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সফিক সাহেব তার কারখানার প্রধান কাঁচামাল সুতা বিদেশ থেকে আমদানি করেন। এ যাবৎ এর ওপর শুল্ক হার বেশি থাকায় তার পোশাক উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়তো। কিন্তু এখন সরকার সুতার ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করায় সফিক সাহেবের পোশাক তৈরির ব্যয় কম পড়বে।

ফলে তার মূলধন বাড়বে। দ্বিতীয়ত, মূলধন বৃদ্ধি করতে হলে অর্থ-মূলধনের সুদের হার হ্রাস আবশ্যিক। এখন সফিক সাহেব কারখানাটি সম্প্রসারণের জন্য অধিক সুতা ও সেলাই মেশিন ক্রয় করতে চান। এ জন্য তার ব্যাংক ঋণ আবশ্যিক। এখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করায় সফিক সাহেবের পক্ষে কম সুদে ঋণ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় মূলধনী সামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, সরকার এখন দেশের অনুরত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। সফিক সাহেব প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে বেঁচে যাওয়া অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন। চতুর্থত, দেশে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ বিরাজ করেছে। সফিক সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানাটির সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরি উল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সফিক সাহেব তার মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ১৬ 'X' দেশের অধিবাসী রমিজ মিয়া ২০০০ সালে ২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে 'নিরাপদ সেবা' নামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস চালু করেন। সম্প্রতি সরকার তৈরি পোশাকের কাঁচামালের ওপর শুল্ক হ্রাস, স্বল্পসুদে ঋণ দানের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে রমিজ মিয়া তার 'নিরাপদ সেবা' বন্ধ করে উক্ত মূলধন দিয়ে গাজীপুরের টঙ্গীতে তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

(ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. মূলধন গঠন বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. মূলধনকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের মূলধনের গতিশীলতাকে নির্দেশ করা হয়েছে?— যথাযথ যুক্তিসহ লেখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ 'X' দেশের মূলধন গঠনের ওপর কীভাবে ভূমিকা পালন করবে?— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

খ মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ, যা উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তা যদি পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন কিছু সৃষ্টিতে সহায়তা করে তবে তাকে মূলধন বলে। তাই এটি উৎপাদনের কোনো মৌলিক উপাদান বা প্রকৃতির দান নয়। মূলধন মানব কর্তৃক সৃষ্ট। এ জন্য মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মূলধনের ভৌগোলিক (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা এবং কারবারগত গতিশীলতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

একটি দেশের একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মূলধন স্থানান্তরিত হলে, তাকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। যেমন— গাজীপুর থেকে ঢাকায় কিংবা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে মূলধন স্থানান্তরকে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। আবার অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক শিল্প বা কারবার থেকে অন্য শিল্প বা কারবারে মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমন— পাটশিল্প থেকে মূলধন তৈরি পোশাক শিল্পে স্থানান্তরিত হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রমিজ মিয়া ২০০০ সালে ২ কোটি টাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে 'নিরাপদ সেবা' নামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস চালু করেন। সম্প্রতি তিনি অধিক মুনাফার আশায় 'নিরাপদ সেবা' বন্ধ করে উক্ত মূলধন দিয়ে গাজীপুরের টঙ্গীতে তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে ঢাকা থেকে গাজীপুরে মূলধন স্থানান্তর হলো ভৌগোলিক (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা। আর বাস সার্ভিস (সেবা খাত) থেকে তৈরি পোশাক শিল্পে মূলধন স্থানান্তর হলো কারবারগত গতিশীলতা।

ঘ. উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ 'X' দেশের মূলধন গঠনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সাধারণত একটি দেশের মূলধন গঠন বিভিন্ন বিষয় যেমন— শিক্ষার হার, সুদের হার, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা, জান-মালের নিরাপত্তা, কর ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি দেশে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকলে মানুষ বেশি পরিমাণ সঞ্চয় করে। আর সরকার দেশে বিনিয়োগের খাত তৈরি করলে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'X' দেশে সরকার তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের ওপর শুল্ক হ্রাস, স্বল্পসুদে ঋণদান ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে রমিজ মিয়া তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ 'X' দেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার 'X' দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হওয়ায় জনগণ বেশি বেশি সঞ্চয়ে আগ্রহী হবে। যার ফলে দেশে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হবে, তথা মূলধন গঠন বাড়বে।

পরিশেষে বলা যায়, 'X' দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মূলধন গঠনের ওপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ১৭ জনাব শফিক একজন অর্থনীতিবিদ, একটি গবেষণায় নিজের দেশে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেন ২০১৬ সালে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০,০০০ কোটি টাকা যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মূলধন গঠনের হার নিম্ন, অপরদিকে 'X' দেশে গবেষণার কাজে গমন করলে দেখতে পান ওই দেশটিতে মূলধন গঠনের হার অনেক বেশি, মানুষের জীবনযাত্রার মান উঁচু, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভালো।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. নিমজ্জিত মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. মূলধন যোগানের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো কী? ২
- গ. শফিক সাহেবের দেশে ওই সময় অবচয়জনিত ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা হলে নিট মূলধন বৃদ্ধির হার কত হবে? ৩
- ঘ. 'X' দেশে শফিক সাহেবের দেশের তুলনায় মূলধন গঠনের হার কেন বেশি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

খ. কোনো দেশের অভ্যন্তরে যে উৎস হতে মূলধনের যোগান সৃষ্টি হয়, তাকে মূলধন যোগানের অভ্যন্তরীণ উৎস বলে।

মূলধন যোগানের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো রাজস্ব উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত কর আরোপ, নিট মূলধন আয়, বেসরকারি সঞ্চয়, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন— বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি। এ ছাড়া, সরকার প্রয়োজনে নতুন মুদ্রা ছাপিয়েও মূলধন যোগান সৃষ্টি করতে পারে।

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে শফিক সাহেবের দেশে ২০১৭ সালের নিট মূলধন গঠনের হার নিচে নির্ণয় করা হলো—

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো দেশ তার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মূলধন গঠন বলে। যেমন— t সময়ে কোনো দেশের মূলধনের পরিমাণ k_t এবং (t + 1) সময়ে মূলধনের পরিমাণ k_{t+1} হলে মূলধন গঠন হতে মূলধন ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে নিট মূলধন পাওয়া যায়। তাই নিট মূলধন বৃদ্ধি হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে নিট মূলধন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শফিক সাহেবের দেশে ২০১৬ সাল হতে ২০১৭ সালে মূলধনের পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০,০০০ কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ উক্ত সময়ে মূলধন গঠন (৫০,০০০ - ৪০,০০০) বা ১০,০০০ কোটি টাকা।

এখন, উক্ত সময়ে অবচয়জনিত ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা হলে নিট মূলধন গঠন = (১০,০০০ - ৫০০)

বা ৯,৫০০ কোটি টাকা। কাজেই ২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরে মূলধন

$$\text{বৃদ্ধির হার} = \frac{৯৫০০ \times ১০০}{৫০,০০০} = ১৯\%$$

∴ নির্ণেয় নিট মূলধন বৃদ্ধির হার ১৯%।

ঘ. শফিক সাহেবের দেশটি উন্নয়নশীল হওয়ায় তার দেশের চেয়ে 'X' দেশে তথা উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার বেশি। নিচে এর কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশে মাথাপিছু আয় বেশি, জীবনযাত্রার মান উন্নত ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় মূলধন গঠনের হার বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া, যে দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি বেশি, সেই সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমাণ বেশি এবং সঞ্চিত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর অধিক হবে, সেই দেশে মূলধনের পরিমাণ বেশি হবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, অর্থনীতিবিদ শফিক সাহেব এক গবেষণায় দেখেন, তার দেশে মূলধন গঠন কম হলেও 'X' দেশে তা অনেক বেশি। কারণ উক্ত দেশে জীবনযাত্রার মান উঁচু ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ ভালো। এছাড়া, 'X' দেশের জনগণের শিক্ষার হার, দূরদৃষ্টি ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়ায় আর্থিক সঞ্চয় বেশি সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠনও বেশি।

পক্ষান্তরে, শফিক সাহেবের দেশে জাতীয় আয় কম হওয়ায় জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা কম। এছাড়া, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব, ব্যাংক ব্যবস্থায় দুর্বলতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি কারণে এ দেশে মূলধন গঠন হার কম। কাজেই বলা যায়, উপরে উল্লিখিত কারণে শফিক সাহেবের দেশের চেয়ে X দেশে মূলধন গঠন বেশি হয়।

প্রশ্ন ১৮ রহমান সাহেব বিদেশ থেকে এসে সর্বমোট ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জুস কারখানা চালু করলেন। প্রথম বছরে আয় ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং অবচয় ব্যয় ৯৫ হাজার টাকা হলো। সরকার দেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের জন্য ঋণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেওয়া এবং আরও নানারূপ সুবিধা দেওয়ায় রহমান সাহেব জুস কারখানা বন্ধ করে কিছু ঋণ নিয়ে “প্রিয় বাংলা” পোশাক কারখানা চালু করলেন। এতে তার বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ লক্ষ টাকা এবং অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা হলো।

[নিউ ডেম কলেজ, ঢাকা] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. নিমজ্জিত মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. খনির প্রাকৃতিক গ্যাস কী মূলধন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপক হতে প্রথম বছরে নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের গতিশীলতার ওপর কী কী প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান পেয়েছ- তা ব্যাখ্যা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

খ. খনির প্রাকৃতিক গ্যাস মূলধন নয়।

কারণ মূলধন হলো মানবসৃষ্ট সম্পদ অথচ প্রাকৃতিক গ্যাস হলো প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনিই উৎপাদিত হয়। এজন্য এর উৎপাদন খরচ নেই। মূলধন সমজাতীয় নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস সমজাতীয়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে খনির প্রাকৃতিক গ্যাসকে মূলধন বলে গণ্য করা যায় না।

গ. উদ্দীপক হতে রহমান সাহেবের প্রথম বছরে নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তাই-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রহমান সাহেব বিদেশ থেকে এসে সর্বমোট ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জুস কারখানা চালু করলেন। প্রথম বছরে

আয় হয় ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং অবচয় ব্যয় ৯৫ হাজার টাকা। তাহলে প্রথম বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ—

সূত্র: যদি t সময়ের মূলধনের মজুদ k_t এবং $(t + 1)$ সময়ে মূলধনের মজুদ k_{t+1} হলে $(t + 1)$ সময়ে নতুন আয় সৃষ্টি $= k_t + k_{t+1} - 1$

$=$ উক্ত সময়ে নিট মূলধন

$= (80 \text{ লক্ষ} + 12 \text{ লক্ষ } 80 \text{ হাজার}) \text{ টাকা}$

$= 92 \text{ লক্ষ } 80 \text{ হাজার টাকা}$

এখন অপচয় ব্যয় ৯৫ হাজার হলে নিট মূলধন—

$= k_t + k_{t+1} - D_c$

$= (92 \text{ লক্ষ } 80 \text{ হাজার} - 95 \text{ হাজার}) \text{ টাকা}$

$= 91 \text{ লক্ষ } 85 \text{ হাজার টাকা}$

∴ রহমানের সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ ৯১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

উদ্দীপকের মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এমন সব উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো ঋণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক রহিতকরণ ইত্যাদি।

ঘ মূলধনের গতিশীলতা অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকে প্রাপ্ত মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ঋণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেয়া ইত্যাদি উপাদান সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

যেকোনো উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন প্রয়োজনমাত্রিক ব্যবহৃত হলে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কোনো কিছু উৎপাদনের সূচনা, পরিচালনা ও তা থেকে প্রাপ্ত ফল—সবই মূলধনের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। এ জন্য মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক। কিন্তু মূলধনের এ গতিশীলতা বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন বাধা-নিষেধ অন্যতম।

যে দেশে মূলধনের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যত কম সরকারি বাধা-বিপত্তি থাকে সে দেশে মূলধন তত বেশি গতিশীল হয়। এজন্যই অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বাধা-নিষেধের কারণে মূলধনের সঠিক গতিশীলতা থাকে না। কিন্তু উদ্দীপকের রহমান সাহেবের দেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে, মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সরকারি এসব বাধা-নিষেধ শিথিল করা হয়েছে। সুদের হার হ্রাস এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এর মধ্যে অন্যতম। এর ফলে রহমান সাহেবের মতো আরো অনেক উদ্যোক্তা স্ব-স্ব কারবার হতে গার্মেন্টস শিল্পে মূলধন স্থানান্তরে উৎসাহিত হবে। এ ছাড়াও কর অবকাশ ও কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেয়ায় গার্মেন্টস শিল্প হতে অর্জিত মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যা মূলধনের কারবারগত গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, ঋণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান উদ্দীপকে মূলধনের কারবারগত গতিশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উদ্দীপকে মূলধনের গতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে।

প্রশ্ন ১৯ শরীফ সাহেব একটি কলম তৈরির কারখানার মালিক। ৪,৫০,০০০ টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে উৎপাদন শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৭০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুদের হার হ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় শরীফ সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। *ডিকার্বননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/*

ক. নিমজ্জিত মূলধন কী? ১

খ. উন্নত অবকাঠামো কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে? ২

গ. শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের পদক্ষেপসমূহ শরীফ সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল এক জাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

খ উন্নত অবকাঠামো দ্বারা বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

যে দেশে অবকাঠামো যত বেশি উন্নত সে দেশের বিনিয়োগ চাহিদা তত বেশি। আর বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধি মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই বাংলাদেশের অবকাঠামো তথা যোগাযোগ, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির সুবিধা বিবেচনা করলে অর্থাৎ বাংলাদেশের শিল্পনীতি অনুকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

গ উদ্দীপকের আলোকে শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাপ করা যায়। শরীফ সাহেব একটি কলম তৈরির কারখানার মালিক। ৪,০০,০০০ টাকা প্রাথমিক মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করতে গিয়ে কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৭০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ আরো ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এসবের প্রেক্ষিতে শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ $= (৪,৫০,০০০ + ৫০,০০০)$

$= ৫,০০,০০০ \text{ টাকা}$

∴ নিট মূলধনের পরিমাণ $= (৫,০০,০০০ - ৭০,০০০) \text{ টাকা}$

$= ৪,৩০,০০০ \text{ টাকা}$

অতএব শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ হলো ৪,৩০,০০০ টাকা।

ঘ শরীফ সাহেব বহু বছর ধরেই তার কলমের কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন সম্প্রসারণ করতে পারেননি। তবে সাম্প্রতি সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় শরীফ সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করলে কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। এর ফলে কারখানাটির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে যা অধিক উৎপাদনে সহায়ক হবে। আবার সরকার এখন দেশে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানার উন্নয়ন করা যাবে। এছাড়াও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। এ সুযোগ গ্রহণ করে কারখানার উন্নয়ন ঘটানো যায়।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শরীফ সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ২০ সামাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার অর্জিত আয় থেকে প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে উদ্ধৃত অংশ সঞ্চয় করেন। বর্তমানে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। এই সঞ্চিত অর্থ তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/*

ক. সঞ্চয়ের গাণিতিক সূত্রটি লেখ। ১

খ. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২

গ. সামাদ সাহেবের সঞ্চয়ে কোন প্রভাবটি কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাদ সাহেবের সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চয়ের গাণিতিক সূত্র হলো $S = Y - C$ । যেখানে Y = আয় এবং C = ভোগ।

খ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সামাদ সাহেবের সঞ্চয়ে মূলধন গঠন প্রভাবিত হয়।

মানুষ তার আয়ের যে অংশে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য রেখে দেয় তাই হলো সঞ্চয়। সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনকালে

বিনিয়োগ করা হলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত তথা মূলধন সৃষ্টি হয়। সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপরে মূলধন গঠনের হার নির্ভর করে। তবে এ সঞ্চয়ের সামর্থ্য মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বেশি হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য বেশি হয় এবং আয় কম হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সামাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার অর্জিত আয় থেকে প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চয় করেন। এ সঞ্চয় দ্বারা তার মূলধন সৃষ্টি হয়। যার পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। আয়ের পরিমাণ বেশি থাকায় তার সঞ্চয়ও বেশি। যা মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সঞ্চয়ের দ্বারা তার মূলধন গঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে সামাদ সাহেব যে সঞ্চয় করেন তা থেকে মূলধন গঠিত হয় ১০ লক্ষ টাকা। এ টাকা তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কীরূপ প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করা হলো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ জন্য মূলধন ব্যবহার অত্যাৱশ্যক। কেননা দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বাধিক।

মূলধন একটি উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া। দেশের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধনী দ্রব্য ব্যবহার করলে উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৌশল আধুনিক এবং উন্নত হয়। এতে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে আর দক্ষ জনশক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও শ্রমিকের মজুরি বাড়ে ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে জনসাধারণ কম দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে পারে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কাজেই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাদ সাহেবের সঞ্চিত অর্থ তথা মূলধন ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ করা হলে উৎপাদনের আধুনিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হবে। এর ফলে শ্রমিকের দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ২১ বর্তমানে প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি এবং শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বাধ্য হয়ে জলিল সাহেব সাভারের পোশাক কারখানাটি বিক্রয় করে নারায়ণগঞ্জে একটি প্লাস্টিক দরজার কারখানা নির্মাণ করলেন। এই কারখানার কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য তিনি ব্যাংক থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

(ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯/)

- ক. মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? ২
- গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতার ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে প্লাস্টিক কারখানার নির্মাণ খরচ ও ব্যাংক ঋণ কী একই ধরনের মূলধন? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে উপাদানটি পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

খ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে মূলধনের স্থানগত ও কারবারগত এ দু'ধরনের গতিশীলতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অতিরিক্ত মুনাফার প্রত্যাশায় বা অন্য কোনো কারণে মূলধন স্থানান্তর করলে তাকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা বলে। মূলধনের এরূপ গতিশীলতাকে ভৌগোলিক গতিশীলতাও বলা হয়। অপরদিকে অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক শিল্প বা কারবার থেকে অন্য শিল্প বা কারবারে মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমন- পাটশিল্প থেকে মূলধন গার্মেন্টস শিল্পে স্থানান্তর করা হলে সেটি কারবারগত গতিশীলতা হবে।

উদ্দীপকের জলিল সাহেব সাভারের একটি পোশাক শিল্পকারখানার মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে

এবং শ্রমিক অসন্তোষের কারণে তিনি সাভারের পোশাক কারখানাটি বিক্রি করে নারায়ণগঞ্জে এসে একটি প্লাস্টিক দরজার কারখানা নির্মাণ করেন। অর্থাৎ জলিল সাহেব তার মূলধন গার্মেন্টস শিল্প থেকে প্লাস্টিক দরজা নির্মাণ শিল্পে স্থানান্তর করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশের একস্থান (সাভার) থেকে অন্যস্থানে (নারায়ণগঞ্জ) নিয়ে আসেন। এখানে জলিল সাহেবের গার্মেন্টস শিল্প থেকে প্লাস্টিক দরজা নির্মাণ শিল্পে মূলধনের স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি মূলধনের কারবারগত গতিশীলতা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কারখানা সাভার থেকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে আসা মূলধনের স্থানগত বা ভৌগোলিক গতিশীলতাকে ইঙ্গিত করে।

ঘ না, উদ্দীপকে প্লাস্টিক কারখানার নির্মাণ খরচ ও ব্যাংক ঋণ একই ধরনের মূলধন নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূলধন বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে বোঝায়। কিন্তু মানুষের উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতির ভাষায় তাকেই মূলধন বলা হয়। মূলধনের স্থায়িত্ব, প্রকৃতি ও মালিকানা অনুযায়ী মূলধনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।

উদ্দীপকে জলিল সাহেবের প্লাস্টিক কারখানা নির্মাণ হচ্ছে স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা হলেও এদের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। জলিল সাহেবকে প্লাস্টিক দরজা নির্মাণ কারখানাটি প্রতিষ্ঠার শুরুতেই একটি কারখানাঘর নির্মাণ করতে হয়েছে। এ ছাড়াও কারখানার জন্য ভারী যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়েছে। এসবই স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। পরবর্তীতে তিনি কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ নেন। এখানে দু'ধরনের মূলধনী লক্ষ করা যায়। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ৪০ লক্ষ টাকা হচ্ছে ঋণগত মূলধন। ব্যাংক ব্যবসায়ী জলিল সাহেবের উৎপাদন কাজে এই ঋণ প্রদান করে নিজে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জন করবে। এ কারণে একে ঋণগত মূলধন বলা হয়। অপরদিকে জলিল সাহেব ঋণের এই ৪০ লক্ষ টাকা উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয়ে খরচ করবেন বলে তার জন্য এই ঋণ হবে তারল্য বা অর্থ মূলধন। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের মূলধন দ্রব্য এবং কাঁচামাল ক্রয়ে অর্থ মূলধন ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জলিল সাহেবের প্লাস্টিক কারখানার নির্মাণ খরচ ও ব্যাংক ঋণ একই ধরনের মূলধন নয়। এখানে নির্মাণ খরচ হচ্ছে স্থায়ী মূলধন। অন্যদিকে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংক ঋণ হচ্ছে ঋণগত মূলধন এবং জলিল সাহেবের জন্য তা তারল্য বা অর্থ মূলধন।

প্রশ্ন ২২ ২০১৭ সালের জুন মাসে A দেশে মোট ২,৫০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৮ সালের জুনে দেশটির মোট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,২০,০০০ কোটি টাকা। সে সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ছিল ১৭,০০০ কোটি টাকা। মূলধনের উৎস সঞ্চয়। তাই সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছা, বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশটির মূলধন গঠনের হার ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। (ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. মূলধন গঠন বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. মূলধনকে নিষ্ক্রিয় উপাদান বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে A দেশের মোট মূলধন গঠন ও প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. মূলধন গঠন কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।

খ মূলধন হলো মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে; তবে উৎপাদনে এ সাহায্য করার কাজটি মূলধন নিজে করতে পারে না।

মূলধন মনুষ্যসৃষ্টি হওয়ায় মানুষের সহযোগিতায় তা উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া সংগঠকের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মূলধনের নিজস্ব কোনো কার্যক্ষমতা নেই। এজন্য মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের মোট মূলধন গঠন ও প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা হলো।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, তাকে মোট মূলধন গঠন বলে। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তাকে প্রকৃত বা নিট মূলধন গঠন বলা হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৭ সালের জুন মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৫০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের জুন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,২০,০০০ কোটি টাকা। তাই এক বছরে মোট মূলধন গঠনের পরিমাণ (৩,২০,০০০-২,৫০,০০০) বা ৭০,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ের মূলধন ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৭,০০০ কোটি টাকা। তাই নিট মূলধন গঠনের পরিমাণ (৭০,০০০-১৭,০০০) বা ৫৩,০০০ কোটি টাকা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছা, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ, সুদের হার প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মূলধন গঠন নির্ভর করে বলে আমি মনে করি।

আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হলো মূলধন গঠনের প্রথম স্তর। পুঁজিবাদী ও মিশ্র সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় নির্ভর করে তার সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। মূলত আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয় বেশি হলে সঞ্চয় বেশি হয়। সঞ্চয়ের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলেই কেবল সঞ্চয় বাড়ে এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। সঞ্চয়ের ইচ্ছা আবার বেশ কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হলো: দূরদৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ থেকে অধিক সঞ্চয় সৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভ, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি। সঞ্চয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনে এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে মর্যাদা লাভের আশায় অনেকে সঞ্চয় করে। পরিবারের প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তির পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে সঞ্চয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

দেশে সঞ্চয় সৃষ্টি হলেই মূলধন গঠিত হয় না; যতক্ষণ না তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিনিয়োগের জন্য যোগান দেওয়া হয়। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর দরকার। এ জন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুন্যাদ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন ২৩ ২০১৬ সালের জুলাই মাসে দেশে মোট ২০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৭ সালের জুন মাসে মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,০০০ কোটি টাকা হলো। উক্ত সময়ে মূলধন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকা। সরকার মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ১১/)

- | | |
|--|---|
| ক. স্থায়ী মূলধন কী? | ১ |
| খ. সুদের হার মূলধন গঠনে কীভাবে প্রভাবিত করে? | ২ |
| গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। | ৩ |
| ঘ. মূলধন গঠনে সরকারি পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করো। | ৪ |

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মূলধন জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে।

খ সুদের হার যদি বেশি হয় তবে জনগণ বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়, যা মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

সঞ্চয় হলো মূলধন গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। কোনো দেশে সঞ্চয় বেশি হলে সেখানে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। আবার সঞ্চয়

নির্ভর করে সুদের হারের ওপর। সুদের হার বেশি হলে মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ে, অর্থাৎ অধিক সুদের হার মানুষকে অধিক সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে যা মূলধন গঠনে সহায়ক। সুদের হার এভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, দেশটিতে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (২৭,০০০ - ২০,০০০) বা ৭,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৭,০০০ - ২,০০০) = ৫,০০০ কোটি টাকা।

ঘ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার দেশটির সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশটিতে অপরিপূর্ণ ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকের দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ২৪ রহিম ১০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। উক্ত টাকা হতে সে ২ লক্ষ টাকায় একটি সাবান তৈরির মেশিন ক্রয় করে ২ লক্ষ টাকা সে কাঁচামাল ও শ্রমিকের মজুরি দেয়ার জন্য রেখে দেয়। ২ লক্ষ টাকা দিয়ে সে একটি ক্রেন ক্রয় করে যা একবার ব্যবহৃত হবে। বাকি টাকা সে অন্য যে কোনো কাজে ব্যবহৃত হতে পারে ধরে নিয়ে হাতে রেখে দেয়। বর্তমানে তার মূলধন বেড়ে ১১ লক্ষ টাকা হয়েছে।

(আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৭/)

- | | |
|---|---|
| ক. মূলধন কী? | ১ |
| খ. আয়ের ওপর কীভাবে মূলধন গঠন নির্ভর করে? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে? | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপক হতে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করো। | ৪ |

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

খ আয় বাড়ি বা কমার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় যা মূলধন গঠনকে ত্বরান্বিত করে।

মূলধন গঠন সঞ্চয়ের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের ওপর। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। আর সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে উপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে তা মূলধনে পরিণত হয়। এভাবে আয় বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে মূলধনও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে আয় হ্রাসের দরুন সঞ্চয় হ্রাস হতো মূলধনও হ্রাস পায়।

১৫ রহিম সাবান তৈরির কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যবহার করেন। নিচে তার মূলধনগুলোর শ্রেণিবিভাগ করা হলো- নিমজ্জমান মূলধন : যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে। উদ্দীপকে রহিমের কেনা সাবান তৈরির মেশিন হলো এ জাতীয় মূলধন। এটি সাবান উৎপাদনের কাজে লাগে।

চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে, তাকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলে। রহিম সাবান তৈরির কারখানার জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিকের মজুরি প্রদান করবেন, যা চলতি মূলধনের অন্তর্গত। অন্যদিকে তিনি একটি ক্রেন ক্রয় করেন যা উৎপাদন ক্ষেত্রে একবারই ব্যবহৃত হবে। অতএব ক্রেনটি উৎপাদনে একবার ব্যবহৃত হওয়ার পর আর ব্যবহার করা যাবে না বলে এটি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সুতরাং রহিমের বিনিয়োগকৃত মূলধন নিমজ্জমান ও চলতি মূলধনের অন্তর্গত।

১৬ উদ্দীপক হতে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করা যায়। নিচে গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করা হলো-

মূলধন গঠনের হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) মূলধন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়। সঙ্কল্প হতে মূলধনের উৎপত্তি। তাই মূলধন গঠনের জন্য সঙ্কল্পকে অবশ্যই মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। সঙ্কল্পের কোনো অংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হলে মূলধন গঠন হয়। সঙ্কল্প ও বিনিয়োগের হার যত বেশি মূলধন গঠনের হারও তত বেশি হবে।

উদ্দীপকে রহিম ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এ অর্থ সে ব্যবসায়ের বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে। পরবর্তী বছরে তার মূলধন বেড়ে ১১ লক্ষ টাকা হয়েছে। মূলধনের ক্ষয় ক্ষতিজনিত কোনো ব্যয় উল্লেখ না থাকায় বর্তমান বছরে তার মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা। অতএব, বর্তমানে তার মূলধন বৃদ্ধির হার

$$= \frac{1,00,000 \times 100}{11,00,000} = 9.09\%$$

সুতরাং রহিমের মূলধন গঠনের হার ৯.০৯%

প্রশ্ন ১৫ মূলধনের অভাবে মি. আকাশের ফার্মের উৎপাদন হঠাৎ কমতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে তার অমিতব্যয়ী আচরণও খানিকটা দায়ী। এছাড়া উচ্চ সুদের কারণে তিনি ঋণ নেয়ারও সাহস পাচ্ছেন না। ফলে তার বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্রমশই কমছে।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. মূলধন বৃদ্ধির সাথে বেকারত্ব হ্রাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের মূল সমস্যা বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের সংকট নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

খ. মূলধন ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন চালু হওয়ায় অধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস সম্ভব।

যে দেশে মূলধন যত বেশি, বিনিয়োগও তত বেশি। এর ফলে দেশে অধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যেখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে দেশে বিদেশে বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে মূলধনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে দেশের মানুষের কর্মের চাহিদা পূরণ করে

অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়। তাছাড়া সমাজে অনেক শিক্ষিত যুবক আছে যারা কর্মজ্ঞানে উন্নত হয়েও মূলধনের অভাবে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারছেন না। তাই মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের সমস্যা হলো সঙ্কল্প প্রবণতা কম। তাছাড়া উচ্চ সুদের হার, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, বিনিয়োগের বিরূপ পরিবেশের জন্য মি. আকাশ মূলধন স্বল্পতার সমস্যায় পড়েছেন।

এদেশের অধিকাংশ লোকের সঙ্কল্পের সামর্থ্য কম, আবার ইচ্ছাও কম। দূরদৃষ্টি ও শিক্ষার অভাব, সুদের স্বল্প হার, কর ব্যবস্থা এবং অদৃষ্টবাদী মনোভাবের কারণে দেশের জনসাধারণের সঙ্কল্প প্রবণতা কম। বরং তারা তাদের স্বল্প অর্থ জমি বা অলঙ্কার ক্রয় এবং অন্যান্য অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করে। ফলে প্রকৃত বিনিয়োগ কম হয়।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অধিক, ফলে উদ্যোক্তারা কম ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। তাই এখানে উৎপাদন ও আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠনও হ্রাস পায়। এসকল দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। মানসম্পন্ন কাঁচামালের অভাব, দুর্বল যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, আমলতাত্ত্বিক জটিলতা, দুর্নীতি ও ঘুষ বাণিজ্য, সর্বজনীন নীতির স্থলে স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি কারণে কাজিফত বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ অনুপস্থিত।

সুতরাং মি. আকাশের মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা হলো স্বল্প সঙ্কল্প প্রবণতা।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের উৎপাদনে প্রধান বাধা হলো মূলধন গঠনের স্বল্পতা। সঙ্কল্পের মাধ্যমে গঠিত মূলধনই এ সমস্যা দূর করতে পারে।

সঙ্কল্প মূলধন গঠনের স্বল্পতা দূর করতে পারে; তবে তা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। প্রথমে দেশে আর্থিক সঙ্কল্প সৃষ্টি করতে হয়। এক্ষেত্রে যৌথ মূলধনী কারবার ও সরকারি খাতের সঙ্কল্প বিবেচিত হলে দেশে মূলধন গঠিত হয়। তবে এর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ব্যক্তি পর্যায়ে সঙ্কল্প।

একটি দেশে জনগণের সঙ্কল্পই হলো সঙ্কল্পের প্রধান অংশ। কিন্তু ব্যক্তির সৃষ্ট সঙ্কল্প তার সঙ্কল্পের ক্ষমতা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাই সঙ্কল্প বাড়ানোর জন্য ব্যক্তির আয় বাড়ানো দরকার। আর তার সঙ্কল্পের ইচ্ছা জোরদার করার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাতে তার দূরদৃষ্টি বাড়ে, সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিক সজাগ হয় এবং পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ বাড়ে। আবার, দেশে সৃষ্ট সঙ্কল্প ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যও প্রস্তুত করা দরকার। এ বিনিয়োগ দেশে মূলধনসামগ্রী উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হলে মূলধন গঠিত হয়।

তাই বলা যায় মি. আকাশের আর্থিক সঙ্কল্প বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক মূলধন গঠিত হলেই মূলধন গঠনের স্বল্পতা দূর হবে।

প্রশ্ন ১৬ সাক্ষির সেদিন তার ক্লাসে অর্থনীতির শিক্ষকের নিকট থেকে জানতে পারল বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মূলধনের স্বল্পতা। শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি আরও জানতে পারেন, নিম্ন মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত ব্যাংকব্যবস্থা, সঙ্কল্প সংগ্রহে সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত করে। পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন, কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসকল সমস্যা সমাধান করা যায়।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ] প্রশ্ন নং ৮/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. মূলধন গঠন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের সাক্ষির মতে, বাংলাদেশের মূলধন গঠনের পথে অন্তরায়গুলো কীভাবে মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত করছে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক অনুসারে বাংলাদেশের মূলধন গঠন কীভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে তুমি মনে করো মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

খ. মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকেই বোঝায়।

যে প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি পায় তা হলো মূলধন গঠন প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি পায় তাই হলো মূলধন গঠন। মূলধন গঠনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ বেনহাম বলেন, “কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সমাজ তার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মূলধন গঠন বলে।” মনে করি, t সময়ে কোনো দেশের মূলধনের পরিমাণ K_t এবং $(t + 1)$ সময়ে মূলধনের পরিমাণ $K_{(t+1)}$ । তাহলে মূলধন গঠন $k_F = K_{(t+1)} - K_t$ ।

গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন গঠন প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে মূলধন গঠনের হার অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। বিভিন্ন ধরনের উপাদান মূলধন গঠনে বাধার সৃষ্টি করে।

১. মূলধন গঠনের প্রধান উপাদান হলো সঞ্চয় বৃদ্ধি। সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়। কিন্তু বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কম। বর্তমানে তা প্রায় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। এ রকম স্বল্প আয় ও অতি দরিদ্রতার জন্য দেশের সঞ্চয়ের হার খুব কম। সুতরাং, এদেশের মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা হলো স্বল্প আয় ও স্বল্প সঞ্চয়।

২. এদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয় রয়েছে তা ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগ করা যায় না। কেননা এদেশের গ্রাম-গঞ্জে এখনও পর্যাপ্তসংখ্যক ব্যাংকের শাখা নেই। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকের টাকা রাখার অভ্যাসও গড়ে ওঠেনি। সঞ্চয় সংগ্রহের অসুবিধার জন্য এদেশে বিনিয়োগ কম এবং এ জন্য মূলধন গঠন কম।

৩. এদেশের ব্যাংক ঋণের সুদের হার অধিক, ফলে উদ্যোক্তারা কম ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। তাই এখানে উৎপাদন ও আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠন হ্রাস পায়। উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্পতা, সম্পদের অপচয় এবং অনুন্নত অবকাঠামো ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্যের দ্রুত উর্ধ্বগতিতে জনগণ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতেই হিমশিম খায়। এ জন্য আয়ের পর অবশিষ্ট কোনো অংশই হাতে থাকে না। ফলে সঞ্চয় গঠন কম হয় এবং মূলধনও হ্রাস পায়।

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে বাংলাদেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধি করতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, উন্নত ব্যাংকব্যবস্থা, সঞ্চয় সংগ্রহের সমস্যা দূরীকরণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, মূলত আয়ের ওপর মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ বেশি, পরিবারের আয়তন ছোট ও সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য বাড়ে। ফলে যে দেশে আয় বেশি ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কম, সে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হয় এবং মূলধন গঠনের হারও অধিক হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করা যায়। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়ে, ফলে দেশে মূলধন গঠিত হয়।

তৃতীয়ত, মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তা যোগান দেওয়া দরকার। দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অলস সঞ্চয় ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হিসেবে প্রস্তুত রাখা যায়। একাজে দেশের মূলধন বাজার যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

এছাড়াও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হলো সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রয়োজনানুযায়ী বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান, সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি, আর্থিক নীতি, বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতি। সর্বোপরি মূলধন গঠন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন একদল অভিজ্ঞ, সং ও নিবেদিতপ্রাণ উদ্যোক্তা, যারা উৎপাদনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সदा প্রস্তুত।

প্রশ্ন ২৭ হরিদাস পাল একজন ব্যবসায়ী। হরিদেবপুর বাজারে তার একটি কাপড়ের দোকান আছে। যাতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,০০,০০০ টাকা। এক বছর ব্যবসা পরিচালনার পর হিসেব করে দেখেন তার মোট মূলধন হয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। পরবর্তী ছয় মাসে তিনি ৭০,০০০ টাকা মুনাফা করেন। সম্প্রতি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করবেন। এছাড়া তার ২,০০,০০০ টাকা স্থায়ী আমানত (FDR) আছে।

[দিনাজপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. কেবলমাত্র সঞ্চয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে হরিদাসের মূলধনের পরিমাণ কত দাঁড়াল? ৩
- ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও হরিদাস এর পক্ষে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব কিনা? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

খ. সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।

মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয় সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠন তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, উক্ত অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে হরিদাসের মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান তার মূলধনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি সাধন করে, তাকে উক্ত সময়ের ওই সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের মূলধন গঠন বলে। যেমন- ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি দেশের মূলধন ৬০ হাজার কোটি টাকা ছিল এবং ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলধনের পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা হলে মূলধনের গঠন হলো (৭০ - ৬০) বা ১০ হাজার কোটি টাকা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ব্যবসায়ী হরিদাস পালের প্রাথমিক মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা। পরবর্তী বছরে মূলধন হয় ৫,০০,০০০ টাকা। চলত বছরের প্রথম ছয় মাসে মুনাফা করেন ৭০,০০০ টাকা। সুতরাং হরিদাস পালের প্রতিষ্ঠানের মূলধন গঠন (৫,০০,০০০ - ৪,০০,০০০ + ৭০,০০০) বা ১,৭০,০০০ টাকা। সুতরাং উদ্দীপকে হরিদাসের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল (৪,০০,০০০ + ১,৭০,০০০) বা ৫,৭০,০০০ টাকা।

ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও হরিদাস পালের পক্ষে তার যে সম্পদ আছে তা দিয়েই দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

হরিদাস পাল তার সঞ্চিত ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে হরিদেবপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দেন। এক বছর পরই তার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হয়। পরবর্তী ৬ মাসে তিনি আরও ৭০ হাজার টাকার মুনাফা লাভ করেন এতে তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, এছাড়া তার ২ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করবেন। এখন যদি তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ না পান তাও দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ, তার হাতে মূলধন রয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তা ছাড়া তার কাছে যে ২ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে প্রয়োজনে তিনি তা ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ছাড়াও গ্রামের দোকানের জমি লিজ দিয়েও তিনি কিছু টাকা পেতে পারেন। তা

হুই গ্রামে ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এখন তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রয়োজনে তিনি তার আশপাশের ব্যবসায়ীদের থেকেও ধার নিতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাংকঋণ না পেলেও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে হরিদাস পালের পক্ষে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ২৮ মানিক মিয়া নিজস্ব কিছু মূলধন নিয়ে ঢাকার সাভারে একটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে সোয়েটার কারখানা স্থাপন করেন। তিনি তার কারখানা থেকে যে মুনাফা অর্জন করতে লাগলেন তা পুনরায় বিনিয়োগ করে মোটা অংকের মুনাফা অর্জন করলেন। এ মুনাফা দিয়ে তিনি চট্টগ্রামে আরো একটি প্যান্ট কারখানা স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি বর্তমানে বিদেশেও মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। এখন তিনি নামকরা একজন শিল্পপতি।

[আবদুল উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা] প্রশ্ন নং ৮/

- ক. ভাসমান মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে কীভাবে মূলধন সহায়তা করে? ২
- গ. মানিক মিয়ার মূলধন ব্যবহারকে তুমি কী বলবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. মানিক মিয়ার মতো সকলের মূলধনের ব্যবহার অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে? মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মূলধন একাধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলা হয়।

খ মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

একটি দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে। এসব সম্পদের ঋণ ব্যবহারের ওপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। একমাত্র মূলধনের ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারাই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশ যদি মূলধনে সমৃদ্ধ হতো, এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহার নিজস্ব পরিকল্পনায় করা সম্ভব ছিল। শুধুমাত্র মূলধনের স্বল্পতার কারণে প্রতিবছর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে কোটি কোটি অর্থ দিয়ে দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিতে হয়।

গ মানিক মিয়ার মূলধন ব্যবহারকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলধনসামগ্রীকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে, একশিল্প থেকে অন্যশিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকে বোঝায়। যা দ্বারা ব্যবহারগত অথবা ভৌগোলিক স্থানান্তর উভয় অর্থই বোঝা যায়। মূলধনের স্থানগত গতিশীলতার ক্ষেত্রে কারখানার কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, এবং ভারি ও হালকা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, শিল্পের কাঁচামাল একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু দালানকোঠা ও কারখানা ভবনের মতো মূলধন একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় না।

শিল্পের গতিশীলতার ক্ষেত্রে সার বা পাট শিল্পের মূল যন্ত্রপাতি কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। লোহা গলানোর চুল্লি লোহা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে ব্যবহারযোগ্য নয়। কিন্তু কারখানার আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, শিল্পের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পে ব্যবহার করা যায়। যা ব্যবহারজনিত গতিশীলতা সৃষ্টি করে। আবার রেললাইন, বিশেষ ধরনের কাঁচামাল তথা তুলা, কাঁচাপাট, ইক্ষু এদের নিজস্ব স্থান বা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু একটি দালান অফিস এবং কারখানা উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। উদ্দীপকে, এভাবেই মূলধনের গতিশীলতার দিকটি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মানিক মিয়ার মতো সকলের মূলধনের ব্যবহার অর্থাৎ মূলধনের গতিশীলতা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আধুনিককালের শিল্প উৎপাদন একান্তভাবে মূলধননির্ভর। বৃহদায়তন, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যাপকভাবে মূলধন ব্যবহৃত হয়। দেশের বিভিন্ন

এলাকার মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে বিভিন্ন এলাকার শিল্প স্থাপন সহজ হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে মূলধন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতে সার, উন্নত বীজ, কীটনাশক, পানি সেচ ইত্যাদি মূলধনসামগ্রীর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ অবস্থায় দেশের ভেতরে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

আবার দেশের কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, বন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলধনের ব্যবহার অপরিহার্য। এজন্য দেশের সর্বত্র অবাধ গতিশীলতার মাধ্যমে মূলধনসামগ্রীকে সহজলভ্য করতে হবে। এ ছাড়াও দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মূলধনের সহজলভ্যতার জন্য দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূলধনসামগ্রীর গতিশীলতা থাকতে হবে। তাছাড়া মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেলে দেশের অভ্যন্তরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা যায়, যা দেশীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সম্প্রসারণেও যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রশ্ন ২৯ মিসেস আমিনা একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'গ্রাম বাংলা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ১০ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. পেট্রল চলতি মূলধন ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কীভাবে মূলধন গঠিত হয়? ৩
- ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনা কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে বল। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

খ পেট্রল একবার ব্যবহার করলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না বলে পেট্রলকে চলতি মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয়।

যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে সেসব মূলধনকে চলতি মূলধন বলে। পেট্রল সাধারণত কোনো কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার তা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হলে অন্যরূপ ধারণ করে অর্থাৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য পেট্রলকে চলতি মূলধন বলে।

গ উদ্দীপকে মিসেস আমিনা সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে মূলধন গঠন করেছেন। আমরা জানি, মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা— ১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি। ২. সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান এবং ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি: পুঁজিবাদী ও মিশ্র পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ভোগ ব্যয়ের ওপর সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে।

২. আর্থিক সঙ্কট সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যবহার: মূলধন গঠনের জন্য দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সঙ্কট সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের আর্থিক ও রাজস্বনীতি ইত্যাদির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

৩. বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা: মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের রূপান্তর করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হলো দেশের সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বিনিয়াদ গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত প্রক্রিয়ায় মিসেস আমিনা মূলধন গঠন করেছেন।

ঘ দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনাকে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি।

সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো পূরণ করলে তবেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পান অন্যথায় নয়। ঋণের শর্তাদি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী ও সাহসী হন, তাহলে ঋণভারে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যায় না বরং তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলতেই থাকে ও মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। উদীপকে মিসেস আমিনার ক্ষেত্রেও এ রকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা মিসেস আমিনা তার ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'গ্রাম বাংলা' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়ায়, ১০ লক্ষ টাকায়। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়, মিসেস আমিনা এর প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়েছে। এটি তার নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রার্থিত ঋণ নাও পেতেন তাহলেও তার সম্পদের যে মূল্য দাঁড়িয়েছে ও তার ভেতরে একজন সফল উদ্যোক্তার যে গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন; এমনটি আশা করা উচ্চাভিলাষ নয়।

সুতরাং বলা যায়, দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনাকে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

প্রশ্ন ৩০ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে A দেশের মোট ১০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৬ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,০০০ কোটিতে দাঁড়ালো। উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। এদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা হলো মূলধনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন গঠনের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যেমন— স্বল্প আয়, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, অপরিাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামো, অশিক্ষা ইত্যাদি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

[মুমিনুরিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. মূলধন গঠন কী? ১
- খ. অনুন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার কম কেন? ২
- গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদীপকের আলোকে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।

খ অনুন্নত দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়ার কারণে মূলধন গঠন কম হয়।

সাধারণত অনুন্নত দেশে জনগণের আয় কম হয়। এর ফলে সঙ্কট কম হয়। সঙ্কট কম বলে বিনিয়োগ কম ফলে মূলধন গঠনও কম। তাই বলা যায়, অনুন্নত দেশে জনগণের আয় কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হার কম।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসমূহ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (১৪,০০০ — ১০,০০০) বা ৪,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৪,০০০ — ১,৫০০) = ২,৫০০ কোটি টাকা।

ঘ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার 'A' দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা সঙ্কটসমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'A' দেশটিতে অপরিাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঙ্কট সংগৃহীত হবে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদীপকে 'A' দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঙ্কটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঙ্কটে উদ্বুদ্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৩১ রসুলপুর গ্রামে একটি কাগজ কল স্থাপিত হয়। কাগজ কলটির মালিক ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। রসুলপুর গ্রামে এখন প্রায় ৫৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং রাস্তাঘাটের অবস্থাও এখন ভালো। কাগজ কলের একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা ভেবে দেখলেন যে, যদি বিদেশ থেকে এ দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বাড়ে, তবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে। তাছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়ও প্রসার ঘটবে। আবার ব্যাংক ও বিমার প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় হবে।

[রসুলপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. চলতি মূলধন কী? ১
- খ. মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয় কেন? ২
- গ. উদীপকের আলোকে মূলধনের গতিশীলতা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অর্থনৈতিক মূলধনের গতিশীলতার প্রভাব আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে।

খ মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ, যা উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তা যদি পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন কিছু সৃষ্টিতে সহায়তা করে তবে তাকে মূলধন বলে। তাই এটি উৎপাদনের কোনো মৌলিক উপাদান বা প্রকৃতির দান নয়। মূলধন মানব কর্তৃক সৃষ্ট। এ জন্য মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে কিংবা এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। সাধারণত ভৌগোলিক, স্তরগত এবং কারবারগত এই তিন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। একটি দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে (অভ্যন্তরীণ) কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে (আন্তর্জাতিক) মূলধনের স্থানান্তরকে ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী রসুলপুর গ্রামে একটি কাগজ কল স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের ঢাকা হতে রসুলপুরে মূলধনের স্থানান্তর ঘটেছে। তাই এই অবস্থা অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে নির্দেশ করে। আবার, উক্ত কাগজ কলের শিক্ষানবিস কর্মকর্তার মতে, যদি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে, তাহলে অন্য দেশ হতে বাংলাদেশে মূলধনের স্থানান্তর হবে। তথা মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা ফুটে উঠেছে।

ঘ যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি। নিচে অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার প্রভাব আলোচনা করা হলো।

একটি দেশে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প স্থাপন সহজ হয়। এতে উক্ত দেশটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা হ্রাস, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং শিল্প উন্নয়ন প্রভৃতি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ঢাকার মূলধন রসুলপুরে স্থানান্তরের মাধ্যমে রসুলপুরে একটি কাগজ কল স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে উক্ত গ্রামে প্রায় ৫৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, রসুলপুর গ্রামটি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে এবং রাস্তাঘাট উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ মূলধনের গতিশীলতার ফলে উক্ত গ্রামে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে তথা মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বিবেচ্য দেশটির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রক্রিয়া, বৈদেশিক বিনিময় হার ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেবে। আবার, একটি দেশে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে দেশের অনগ্রসর এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপিত হতে পারে। যা দেশটির আঞ্চলিক ধনবৈষম্য হ্রাস করে।

তাই বলা যায়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলন, সকল অঞ্চলের সুসম উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূলধনের গতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

প্রশ্ন ৩২ মি. পলাশ, ৩,০০,০০০ টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে একটি ফুড প্রসেসিং কারখানা চালু করলেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ৪০,০০০ টাকা এবং ঘরবাড়ি বাবদ অগ্রিম ৬০,০০০ টাকা পরিশোধ করলেন। সম্প্রতি সরকারের কর হার হ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তিনি ব্যাংক থেকে ২,০০,০০০ টাকা ঋণ নেয়ার জন্য আবেদন করলেন।

(চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. সঞ্চয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. মি. পলাশের নিট মূলধনের পরিমাণ কত? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মি. পলাশের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলা হয়।

খ সঞ্চয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।

মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

গ উদ্দীপকের আলোকে মি. পলাশের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সম্পদ আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তাই মূলধন।

উদ্দীপকের মি. পলাশ একটি ফুড প্রসেসিং কারখানা চালু করেন। তার প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। কারখানায় তিনি বিভিন্ন ধরনের হাল্কা ও ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং কম্পিউটার ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া ঘরবাড়ি বাবদ তিনি অগ্রিম ৬০,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ খরচ করেন ৫০,০০০ টাকা। এর বাইরে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ আরও অতিরিক্ত ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এসবের প্রেক্ষিতে নিচে মি. পলাশের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ

$$= (৩,০০,০০০ + ৬০,০০০ + ৪০,০০০) \text{ টাকা}$$

$$= ৪,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

এই মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে কাঁচামাল ক্রয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে নিট মূলধনের পরিমাণ বের হয়।

∴ নিট মূলধন = $(৪,০০,০০০ - ৫০,০০০) \text{ টাকা}$

$$= ৩,৫০,০০০ \text{ টাকা}$$

ঘ মি. পলাশ বহু বছর ধরেই তার ফুড প্রসেসিং-এর কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। এখন দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করেছে। মি. পলাশ সরকার প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। তাই বলা যায়, ফুড প্রসেসিং-এর কাঁচামালের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি মি. পলাশের ফুড প্রসেসিং-এর উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। মি. পলাশ সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। মি. পলাশ এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার প্রদত্ত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মি. পলাশ তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ৩৩ মি: X চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি করার কারখানা স্থাপনের জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়ে কেনা জমির ওপর ১২ কোটি টাকা ব্যয় করে ভবন নির্মাণ করবেন। কারখানার জন্য ৮ কোটি টাকার ভারী যন্ত্রপাতি, ২ কোটি টাকার যানবাহন, যানবাহনের জন্য জ্বালানি বাবদ ৫০,০০০ টাকা, কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ২,৫০,০০০ টাকা শ্রমিকের বেতন বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। চামড়াজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ও দেশের বাইরে বেশ চাহিদা থাকায় এবং সরকারের সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তিনি তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

[স্মার আশুতোষ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৬/]

- ক. মূলধন কী? ১
খ. সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি: X এর চলতি ও স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগসমূহ মি: X এর মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

খ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।

মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

গ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায় মি. "X" চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি করার জন্য একটি কারখানা নির্মাণ করবেন। এ কাজে তিনি স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ অনেক টাকা ব্যয় করেছেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহৃত হয় এবং তারপর নষ্ট হয়ে যায় বা তার রূপগত বা আকারগত পরিবর্তন ঘটে তাই হলো চলতি মূলধন। সে হিসেবে মি. "X"-এর বিনিয়োগের চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো—

যানবাহনের জন্য জ্বালানি বাবদ ব্যয়—	৫০,০০০	টাকা
কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ব্যয়—	২,৫০,০০০	টাকা
শ্রমিকের বেতন বাবদ ব্যয়—	১০,০০,০০০	টাকা
মোট =	১৩,০০,০০০	টাকা

স্থায়ী মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়, তাই হলো স্থায়ী মূলধন। সে হিসেবে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপ—

জমি ক্রয় বাবদ ব্যয়—	৫ কোটি টাকা
ভবন নির্মাণ ব্যয়—	১২ কোটি টাকা
ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়—	৮ কোটি টাকা
যানবাহন ক্রয়—	২ কোটি টাকা
	২৭ কোটি টাকা

সুতরাং মি. "X"-এর চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো ১৩,০০,০০০ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ২৭ কোটি টাকা।

ঘ মি. "X" চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা পরিচালনা করেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। এখন দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

তৃতীয়ত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। করিম সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মি. "X" তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ৩৪ সাইমা একজন উদ্যোক্তা। গ্রামে তার একটি কারখানা আছে যাতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। পরের বছর এই কারখানার মূলধনের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা হয়েছে। সরকারের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ বান্ধব শর্তে উৎসাহিত হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে কারখানাটিকে শহরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[কল্লবাজার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. মূলধন কাকে বলে? ১
খ. যন্ত্রপাতি কি চলতি মূলধন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলে তার পক্ষে কারখানা স্থানান্তর সম্ভব হবে কি? যুক্তি দেখাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে উপাদান মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

খ যন্ত্রপাতি চলতি মূলধন নয়, বরং স্থায়ী মূলধন।

যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের পরেই তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। কিন্তু যন্ত্রপাতি একবার ব্যবহার করার পরেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। এগুলোকে উৎপাদন কার্যে বারবার ব্যবহার করা যায়। তাই যন্ত্রপাতিকে চলতি মূলধন বলা যাবে না। এটি স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত।

গ সৃজনশীল ১১নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৫ মিসেস Y একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে বাঁচতে দাও নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মূলধনের গতিশীলতা কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মূলধনের গতিশীলতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস Y-কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে।

খ মূলধনের গতিশীলতা বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে। কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো বিশেষ অঙ্কলে সন্তায় শ্রম পাওয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন বিনিয়োগ করে। আবার, একটি দেশের বা বিশেষ অঙ্কলে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত থাকে তাহলে ঐ অঙ্কলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার নতুন এলাকার উন্নয়ন কাজ শুরু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে বলে সেখানে মূলধন স্থানান্তরিত হয়। এভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে মূলধনের গতিশীলতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

মূলধনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলা হয়। অন্যভাবে, মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলধন সামগ্রীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একশিল্প থেকে অন্যশিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকে বোঝায়। মূলধনের গতিশীলতা পেশা বা ব্যবহারগত অথবা ভৌগোলিক স্থানান্তর উভয় অর্থেই বোঝা যায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে শ্রমের মতো মূলধনও গতিশীল উপাদান তবে মূলধন নিজে নিজে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। শ্রম কিংবা সংগঠকের সাহায্যে মূলধন স্থানান্তরিত হতে পারে। তবে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াটি সাধারণত সঙ্কয়ের ওপর নির্ভরশীল। সঙ্কয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের হারও তত বেশি। তাছাড়া ব্যাংকে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে মানুষ সঙ্কয়ে আগ্রহী হয় এতে মূলধন গঠন হয়। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আর্থিক সঙ্কয় সংগ্রহ। অর্থাৎ সঙ্কৃত অর্থ সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায় হচ্ছে সঙ্কৃত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর করা। সঙ্কৃত অর্থ কার্যকরভাবে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করতে পারলেই মূলধন গঠিত হয়। মূলধন গঠনের দ্বারা মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি।

সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম কানুন আছে। সেগুলো পূরণের মাধ্যমেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পেয়ে থাকেন, অন্যথায় নন। ঋণের শর্তটি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী ও সাহসী হন তাহলে ঋণাভাবে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বরং ব্যবসায় কার্যক্রমকে গতিশীল করে এবং মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপক 'y' এর ক্ষেত্রে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

নারী উদ্যোক্তা 'y' তার ২ লক্ষ টাকায় 'বাঁচতে দাও' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। অবস্থান প্রেক্ষিতে, 'y' এর প্রতিষ্ঠানটিকে সফল প্রতিষ্ঠান বলা যায়। এটি তার নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল উদ্যোক্তার 'গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ নাও পেতো তাহলেও তার সম্পদের পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছে ও তার একজন সফল উদ্যোক্তার হিসেবে যেসব গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন।

সুতরাং বলা যায়, দাতা গোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'y'-কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

প্রশ্ন ৩৬ করিম মিয়ার একটি বিস্কুটের কারখানা আছে। বিস্কুট উৎপাদন করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেন ইস্ট, ময়দা, চিনি ইত্যাদি জিনিস তাকে বারবার কিনতে হলেও বিস্কুট বানানোর যন্ত্রটি সে প্রথমাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত একইভাবে ব্যবহার করছে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ১/]

- ক. মূলধন কী? ১
খ. মূলধনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. করিম মিয়া কারখানায় যে চলতি মূলধন ব্যবহার করেন তার একটি কাল্পনিক তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. করিম মিয়ার উৎপাদন খরচ ও বিস্কুট বানানোর যন্ত্রটির খরচের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর.

ক মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

খ মূলধনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—

১. মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কাজে পুনরায় ব্যবহৃত হয়। এটি একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান।

২. সকল মূলধন সমজাতীয় নয়। বাস্তবে মূলধন হলো স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমষ্টি। তাই বিভিন্ন মূলধনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের উৎপাদনশীলতাও এক রকম নয়।

গ উদ্দীপকের করিম মিয়া তার বিস্কুট তৈরির কারখানায় কিছু চলতি মূলধন ব্যবহার করেন।

যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্যরূপ ধারণ করে তাকে চলতি মূলধন (working capital) বলা হয়। এ সব মূলধন একবার ব্যবহার করা হলে এর অস্তিত্ব আর থাকে না। উৎপাদন ক্রিয়ায় চলতি মূলধন বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়। উদ্দীপকের করিম মিয়া তার বিস্কুট তৈরির কারখানায় যেসব চলতি মূলধন ব্যবহার করেছেন তার কাল্পনিক তালিকা তৈরি করা হলো—

চলতি মূলধন	
১.	ময়দা
২.	ইস্ট
৩.	চিনি
৪.	কাগজ/পলিথিনের মোড়ক
৫.	তেল ইত্যাদি।

ঘ করিম মিয়ার উৎপাদন খরচ বলতে এখানে চলতি মূলধনের খরচ তথা পরিবর্তনশীল খরচ (variable cost) বোঝানো হয়েছে এবং বিস্কুট বানানোর যন্ত্রটির খরচ দ্বারা স্থির খরচকে (Fixed cost) নির্দেশ করা হয়েছে। নিচে উভয় প্রকার খরচের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন হ্রাস পেলে যেসব ব্যয় হ্রাস পায় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন— কাঁচামাল খরচ। অন্যদিকে, উৎপাদন ক্ষেত্রে এমন কিছু উপকরণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যেগুলো অনেকবার ব্যবহারের পরেও অপরিবর্তিত থাকে এবং উৎপাদনের সাথে এগুলোর রূপগত পরিবর্তন হয় না। উৎপাদনের এ সকল উপাদানকে বলা হয় স্থায়ী মূলধন। এসব উপাদানের জন্য যে খরচ করা হয় তাই স্থির খরচ (Fixed cost) হিসেবে বিবেচিত। যেমন— কারখানা ভাড়া, যন্ত্রপাতির অবচয় ব্যয়, মূলধনের সুদ, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি।

পরিবর্তনশীল ব্যয় উৎপাদন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত হলেও, স্থির ব্যয়ের এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক স্থির খরচ একই থাকে। অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হলে পরিবর্তনীয় ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদন বন্ধ হলে এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

কাজেই বলা যায়, করিম মিয়ার উৎপাদন কারখানায় উভয় প্রকার ব্যয়ের অস্তিত্ব থাকলেও উপরিউক্ত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ৩৭ খাদিজা বেগম একজন ব্যবসায়ী। গ্রামে তার একটি ক্ষুদ্র কারখানা আছে যাতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। প্লরের বছর এই কারখানায় মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি সরকার ঘোষিত কিছু বিনিয়োগবান্ধব শর্তে উৎসাহিত হয়ে তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কারখানাটি শহরে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া তার ৫ লক্ষ টাকার সঙ্কয়পত্র আছে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৩/]

- ক. সঙ্কয় কী? ১
খ. যন্ত্রপাতি কী চলতি মূলধন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও খাদিজা বেগমের পক্ষে কারখানা স্থানান্তর সম্ভব— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই অর্থনীতিতে সঞ্চয় বলে।

খ. যন্ত্রপাতি চলতি মূলধন নয়, বরং স্থায়ী মূলধন।

যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের পরেই তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। কিন্তু যন্ত্রপাতি একবার ব্যবহার করার পরেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। এগুলোকে উৎপাদন কার্যে বারবার ব্যবহার করা যায়। তাই যন্ত্রপাতিকে চলতি মূলধন বলা যাবে না। এটি স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত।

গ. উদ্দীপকে মূলধনের স্থানগত (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের স্থানগত বা ভৌগোলিক গতিশীলতা বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি দেশেরই এক অঞ্চল/শহর/বিভাগ থেকে অন্য অঞ্চল/শহর/বিভাগে মূলধন স্থানান্তরকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। অপরদিকে এক দেশ থেকে অপর কোনো দেশে মূলধনের স্থানান্তরকে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বলে। উদ্দীপকের খাদিজা বেগম একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটিতে এক বছরেই মূলধনের পরিমাণ বেড়ে ১৮ লক্ষ টাকা হয়। সম্প্রতি তিনি আরও অধিক মুনাফা লাভের আশায় ব্যাংক ঋণ নিয়ে কারখানাটিকে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। কাজেই এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও খাদিজা বেগম তার যে সম্পদ আছে তা দিয়েই কারখানাটিকে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারেন।

খাদিজা বেগম প্রাথমিক অবস্থায় ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে গ্রামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এক বছর পরেই তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে ১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এছাড়াও তার ৫ লক্ষ টাকার একটি সঞ্চয়পত্র আছে।

সম্প্রতি সরকার ঘোষিত বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশে উৎসাহিত হয়ে খাদিজা বেগম ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার কারখানাটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যদি ব্যাংক ঋণ নাও পান তবুও তিনি কারখানাটি স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ তার হাতে ১৮ লক্ষ টাকার মূলধন রয়েছে এছাড়া তার কাছে ৫ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে যা ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। আবার গ্রামের কারখানার জমিটি লিজ দিয়েও তিনি অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে আশেপাশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধার নিতে পারেন।

কাজেই বলা যায়, ব্যাংক ঋণ না পেলেও খাদিজা বেগম নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে কারখানাটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারেন।

প্রশ্ন ৩৮ শহীদুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। সাম্প্রতিক সময়ে মূলধনের যোগানের অভাবে তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার মতো প্রতিটি দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের একটি সমস্যা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন উপায়ে প্রতিটি দেশে ব্যবসায়ীরা মূলধন গঠনের চেষ্টা করে থাকে।

(সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. মূলধন কী দ্বারা গঠিত হয়? ১
- খ. সঞ্চয় ও মূলধনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যে কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত মূলধনের সাথে বিনিয়োগের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন গঠিত হয়।

খ. সঞ্চয় ও মূলধনের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

সঞ্চয় মূলধন গঠনের একটি অপরিহার্য অংশ। মূলধন গঠনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সঞ্চয় সৃষ্টি। কোনো ব্যক্তি যে পরিমাণ আয় করে তার সম্পূর্ণই সে ব্যয় করে না, বরং কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করে। অবশ্য এই সঞ্চয় মূলত সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি তার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করলে তা মূলধনে পরিণত হয়। এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনে সরাসরি ভূমিকা পালন করে।

গ. শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়িক কার্যক্রম উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মূলধনের অপ্রাপ্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে মূলধন একটি অপরিহার্য উপাদান। ভূমি ও শ্রমের মতো মূলধন উৎপাদনের মৌলিক উপাদান নয়। এটি কোনো প্রাকৃতিক দান নয় এটি মানুষের অতীত শ্রমের সৃষ্টি। তাই মানুষ তার উৎপাদন বা আয়ের একটি অংশ যা বর্তমানে ব্যয় না করে পরবর্তীতে তা সঞ্চয় আকারে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে। কারণ সঞ্চিত সম্পদ মূলধন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। সঞ্চয় বেশি হলে দেশে মূলধন গঠনের পরিমাণও বেশি হয়। তবে মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়। তাই, উৎপাদনে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বাড়িঘর সবই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই মূলধনকে অস্থায়ী উপাদান বলা যায়। তাছাড়া মূলধন ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তা ভবিষ্যতে অধিক আয়ের পথ সৃষ্টি করে।

যেকোনো উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করতে হলে মূলধনের প্রয়োজন। বর্তমানে বৃহদায়তন উৎপাদন মূলধন বিনিয়োগেরই ফল। তাই বলা যায় শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়িক কার্যক্রম মূলধন স্বল্পতার জন্য বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মূলধনের সাথে বিনিয়োগের পার্থক্য নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য যা পুনরায় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়। বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে মূলধন গঠিত হয় এবং উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, সাধারণভাবে জমিজমা ঘরবাড়ি, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থকে বিনিয়োগ বলে মনে হলেও অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়কে বিনিয়োগ বলে না। কারণ এ ধরনের আর্থিক ব্যয় সমাজের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনো অবদান রাখে না। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে নতুন মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে অর্থলগ্নি করাকে বোঝায়।

মূলধন মূলত একটি মজুত ধারণা। পক্ষান্তরে বিনিয়োগ একটি প্রবাহ ধারণা। মূলধন নিজে কিছুই করতে পারে না। যে পর্যন্ত না তাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করা হয়। আবার, মূলধনের ভিত্তি হলো সঞ্চয় যেখানে বিনিয়োগের ভিত্তি মূলধন। অর্থাৎ সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠিত হয় এবং মূলধন থেকেই বিনিয়োগ প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

কাজেই বলা যায়, মূলধন ও বিনিয়োগের মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হলেও একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ৩৯ মি. করিমের কাছে ৭৫ লক্ষ টাকা ছিল। তিনি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে শহরে একটি প্লট কিনেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামে চাষাবাদে ৫ বিঘা জমি ক্রয় করে তা থেকে ৩ বিঘা ধান ও ২ বিঘা কলা চাষে বরাদ্দ করেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে দোকান ক্রয় করেন এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী কিনেন। তাছাড়াও কলা চারাগাছের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং ট্রাক্টর ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। শ্রমিকদের মজুরি বাবদ খরচ করেন ২ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য নিজের কাছে রেখে দেন।

(নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. নিমজ্জিত মূলধন কী? ১
- খ. মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. করিমের স্থায়ী ও চলতি মূলধনের তালিকা তৈরি করো। ৩
- ঘ. মি. করিমের ব্যবসা সম্প্রসারণে মূলধন বৃদ্ধিতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

খ. সৃজনশীল ৩১নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ. যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে স্থায়ী মূলধন আর যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে।

নিচে উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মি. করিমের চলতি ও স্থায়ী মূলধনের তালিকা তৈরি করা হলো—

স্থায়ী মূলধন (টাকা)	চলতি মূলধন (টাকা)
১. প্লট — ২০ লক্ষ	দ্রব্যসামগ্রী — ৫ লক্ষ
২. জমি ক্রয় — ১০ লক্ষ	চারা গাছ — ৫ লক্ষ
৩. দোকান — ১০ লক্ষ	মজুরি — ২ লক্ষ
৪. ট্রাক্টর — ৫ লক্ষ	অন্যান্য ব্যয় — ১৮ লক্ষ
মোট = ৪৫ লক্ষ	মোট = ৩০ লক্ষ

এখানে অন্যান্য ব্যয় = $৭৫ \times (২০ + ১০ + ১০ + ৫ + ৫ + ৫ + ২)$ লক্ষ টাকা

= (৭৫ - ৫৭) লক্ষ টাকা

= ১৮ লক্ষ টাকা

ঘ. উদ্দীপকের করিম ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক ঋণ ও মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

সাধারণত মূলধন গঠন নির্ভর করে আর্থিক সঞ্চয়, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সুদের হারের ওপর। কোনো দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। আবার, বিভিন্ন মেয়াদে আমানতের ওপর উচ্চ হারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ মূলধনী দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করার জন্য উক্ত আমানত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. করিম তার ব্যবসার জন্য চলতি মূলধনে ৩০ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনে ৪৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। যার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে শহরে একটি প্লট কিনেন। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই প্লটটিতে বহুতল ভবন তৈরি করতে পারেন।

আবার, মি. রহিম তার দোকানে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে যে মুনাফা পাবেন তার পুরোটাই খরচ না করে পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. করিম ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধিতে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন ৪০. মি. সুজন একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার কারখানায় মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো, সঞ্চয়ের ওপর কর হার হ্রাস, সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণদান ও বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৭/]

ক. ভাসমান মূলধন কাকে বলে? ১

খ. 'মূলধন অতীত শ্রমের ফল'—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ১০,৫০০ টাকা হলে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারিতে তার কারখানার নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূলধন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কীরূপ ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিংবা বিভিন্নভাবে কাজে লাগে তাকে ভাসমান মূলধন বলে।

খ. মানুষ তার শ্রম দ্বারা সৃষ্ট আয়ের সঞ্চিত অর্থ যখন বিনিয়োগ করে তখন তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয় বলে মূলধনকে অতীত শ্রমের ফল বলা হয়।

সাধারণত অর্থনীতিতে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। মানুষের অতীত শ্রম দ্বারা সৃষ্ট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্যই মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ১০,৫০০ টাকা হলে নিচে উদ্দীপক অনুযায়ী ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারিতে কারখানাটির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়,

২০১৬ সালের ১ জানুয়ারিতে সুজনের প্লাস্টিক কারখানার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা
(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%) ৩০,০০০ টাকা
৩,৩০,০০০ টাকা

প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৮ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ ৩,৩০,০০০ টাকা
(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%) ৩৩,০০০ টাকা
৩,৬৩,০০০ টাকা

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

৩,৬৩,০০০ টাকা
মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় (-) ১০,৫০০ টাকা
৩,৫২,৫০০ টাকা

∴ ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারিতে মি. সুজনের নিটওয়ার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ হলো—

৩,৫২,৫০০ টাকা - ৩,০০,০০০ টাকা = ৫২,৫০০ টাকা।

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল মূলধন ও তার দ্রুত বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তাই সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার-গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি আবশ্যিক। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে বলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সঞ্চয়মুখী করে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। দেশে বর্তমানে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ-মমতা বৃদ্ধি, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি গুণাবলির উন্মেষ ঘটাবে। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ে ব্যাংকিং সুবিধা শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উচ্চ করহার সঞ্চয় বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। তাই দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আয়করের হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম রেখেছে। অন্যান্য কর ও শুল্কহারও তুলানামূলকভাবে কম। তাই এ অবস্থা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সরকার দেশে কলকারখানা স্থাপন, সেবা খাতের সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে মূলধনের যোগান বৃদ্ধির জন্য তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্ররোচিত করেছে। তাদেরকে সরকারের কৃষিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে। আশা করা যায়, এসবের ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমান সরকার দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশে মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।